CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-314 ■ 13 August, 2026 ■ আগরতলা ১৩ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

সব প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত বিরোধীদের নিশানা শাহের

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ।। ২০ জুলাই এনইইটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে সংসদ ভবন অভিমুখে ছাত্রদের মিছিলের সময় পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধীদের লাগাতার দাবির মধ্যে বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানালেন, এই বিষয়ে সংসদে ওঠা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি প্রস্তুত। একইসঙ্গে, বিরোধীরাই ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদে আলোচনা হতে দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি এবং বিবৃতির দাবিতে বারবার সরব হয়েছে বিরোধীরা। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বাদল অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষেই বারবার অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমিত শাহ বলেন, তিনি সংসদ এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে বিরোধীদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অধিবেশন শুরুর পর থেকেই তিনি নিয়মিত সংসদে আসছেন বলেও জানান তিনি।

শাহ বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের জনজীবন ও সংসদীয় রাজনীতিতে ''নিখোঁজ'', ''পালিয়ে গিয়েছেন'', ''পলাতক''-এর মতো শব্দ ক্রমশ শোনা যাচ্ছে। তিনি নিয়মিত সংসদে এসে নিজের কক্ষে বসেন। কিন্তু বিরোধীরা যদি দুই কক্ষেই সংসদের কাজ চলতে না দেয়, তাহলে সেখানে গিয়ে কী করা সম্ভব-প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রস্তাবিত আলোচনা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছেন যে ছাত্রদের প্রতিবাদ নিয়ে সরকার বিস্তারিত আলোচনা করতে প্রস্তুত।

শাহ বলেন, বিরোধীদের প্রাথমিক দাবি ছিল এই বিষয়ে আলোচনা করা এবং সরকার সেই দাবিতে সম্মতি জানিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাহকে পাল্টা আক্রমণ বিরোধীদের, আগেই জবাব দিতে পারতেন

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (আইএএনএস)।। ২০ জুলাই সংসদ অভিযান চলাকালীন আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশের কথিত অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিল বিরোধীরা। বুধবার বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার 'ইচ্ছাকৃতভাবে অচলাবস্থা তৈরি করেছে'। তাঁদের দাবি, শাহ চাইলে অন্তত এক সপ্তাহ আগেই এই বিষয়ে সংসদে জবাব দিতে পারতেন।

এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ জানিয়েছিলেন, ২০ জুলাইয়ের ঘটনায় তিনি 'সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত'। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধীরাই ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদে আলোচনা হতে দিচ্ছে না।

বিরোধীরা অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই শাহের সংসদে উপস্থিতি এবং পড়ুয়াদের উপর পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর বক্তব্য দাবি করে আসছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বাদল অধিবেশনে বারবার সংসদের কাজ ব্যাহত হয়েছে।

সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দল ভাঙিয়ে এবং এত বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে আসছেন না বা সংসদকে এড়িয়ে যাচ্ছেনএতেই বোঝা যাচ্ছে, বিরোধীদের তোলা প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি চান না। ভিতরে ভিতরে তিনি নার্ভাস এবং তিনিও জানেন, দিল্লিতে তাঁর নির্দেশে যা ঘটেছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সোনার মেয়ে অস্মিতাকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট ।। কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ জুডোয় ভারতের হয়ে প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদক জয় করে দেশ ও ত্রিপুরার নাম আন্তর্জাতিক মঞ্চে উজ্জ্বল করেছেন রাজ্যের কৃতী কন্যা অস্মিতা দে। ঐতিহাসিক সাফল্যের পর আজ ত্রিপুরায় ফিরলেন সোনার মেয়ে অস্মিতা।

আগরতলা বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় নিজে বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে অস্মিতাকে স্বাগত জানান এবং তাঁর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন। অস্মিতার এই সাফল্যে বিমানবন্দর চত্বরে তৈরি হয় আনন্দঘন পরিবেশ।

এদিন মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় ভারতের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জয় করে অস্মিতা শুধু দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রেই নতুন ইতিহাস তৈরি করেননি, ত্রিপুরার ক্রীড়াঙ্গনের গৌরবও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত গোটা ত্রিপুরাবাসী।

অস্মিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের পুণ্যভূমিতে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। আগামী দিনে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও সাফল্য অর্জন করে দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করুন।

এদিকে, গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমস-এ অস্মিতা দে-র সাফল্য এবং দেশের প্রথম জুডোকা হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি ত্রিপুরার এবং আমাদের দেশেকেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মথার সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা চলছে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে তিপরা মথার সঙ্গে বিজেপির সম্ভাব্য জোট নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জোটের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে এবং এ নিয়ে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে কথাবার্তা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে হয়। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি, সাংগঠনিক বিষয় এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মকৌশল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণের ফলেই ভোক্তাদের উপর চাপ বাড়ছে ঃ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট ।। স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত সমস্যা এবং বিদ্যুতের বাড়তি মাশুলের কারণে সাধারণ গ্রাহকরা বর্তমানে দৈত সংকটের মুখে পড়েছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে স্মার্ট মিটার স্থাপন, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা বর্তমান বামফ্রন্টের রাজ্য আহ্বায়ক মানিক দে।

মানিক দে বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পরীক্ষামূলকভাবে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার স্মার্ট মিটার বসানো হয়েছিল। সেই সময় রাজ্যে মোট বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ লক্ষ ৭০ হাজার। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক অর্থদাতা সংস্থাগুলির কিছু শর্তের পরিপ্রেক্ষিতেই পরীক্ষামূলকভাবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, বাম আমলে স্মার্ট মিটার নিয়ে তেমন কোনও বড় ধরনের জনঅসন্তোষ বা ব্যাপক অভিযোগ দেখা যায়নি। কারণ মিটার বসানো, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজন হলে পরিবর্তনের দায়িত্ব ছিল রাজ্যের নিজস্ব বিদ্যুৎ সংস্থার হাতে। কিন্তু ২০১৮ সালের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সর্বত্র স্মার্ট মিটার চালুর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলিকে মিটার স্থাপন ও সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

স্মার্ট মিটার বিকল হলে কিংবা বিদ্যুতের বিল নিয়ে কোনও অসঙ্গতি দেখা দিলে তার দায় কে নেবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মানিক দে। তিনি বলেন, "মূল অভিযোগ এখন পুরনো ও নতুন মিটারের রিডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে।" তাঁর অভিযোগ, অনেক গ্রাহককে বেশি বিলের বোঝা বহন করতে হচ্ছে, অথচ এই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে না।

স্মার্ট মিটার নিয়ে জনসাধারণের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে প্রযুক্তিগত কমিটি গঠন নিয়েও প্রশ্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ধিত বিদ্যুৎবিল প্রত্যাহারের দাবিতে মধুপুরে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট ।। অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল আসার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। বুধবার মধুপুর গোডাউন চৌমুহনী এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, স্বাভাবিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে বিল পাঠানো হচ্ছে। একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি তাঁদের।

এদিন বিক্ষোভকারীরা অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদ জানান এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি তোলেন। পাশাপাশি বিদ্যুৎমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও জানান তাঁরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অনেক গ্রাহকের স্বাভাবিক ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখেই অতিরিক্ত পরিমাণে বিদ্যুৎ বিল পাঠানো হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার জানানো হলেও কার্যকর কোনও সমাধান হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে হয়েছে বলে জানান তাঁরা। পথ অবরোধের জেরে মধুপুরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। রাস্তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক নয়, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট ।। ত্রিপুরায় সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাতিল করা হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশের পর রাজ্য সরকার, সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে, পিআরটিসিবাতিল করা হলেও এখন থেকে সরকারী চাকরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় যে কোনও বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এক নাগাড়ে ন্যূনতম ৫ বছর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার প্রমানপত্র দাখিল করতে হবে।

পরিবহন মন্ত্রী জানান , মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দপ্তরে ৫৫২ টি পদে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ত দপ্তরের অধীন জল সেচ বিভাগে জুনিয়র পাম্প অপারেটর হিসাবে ১৮৫ জনকে নিয়োগ করা হবে। জেআরবিটির মাধ্যমে এই নিয়োগ করা হবে। ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাধিক দাবিতে আগরতলায় অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের বিক্ষোভ, গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট ।। জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিসহ একাধিক দাবিতে আগরতলা শহরে প্রতিবাদ মিছিল ও গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস।

সিএনজি, টিএনজি, রান্নার গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিল কমানো, আশা কর্মী, মিড-ডে মিল কর্মী এবং ডিডিটি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও তাঁদের নিয়মিতকরণের দাবিও জানানো হয়। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগঠনের উদ্যোগে শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে পরে গণ অবস্থান কর্মসূচিতে গিয়ে মিলিত হয়।গণ অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের কারণে সাধারণ মানুষ এবং শ্রমজীবী পরিবারগুলি চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন। অথচ শ্রমিকদের আয় সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, আশা কর্মী, মিড-ডে মিল কর্মী এবং ডিডিটি শ্রমিকদের মজুরি অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবির ভিত্তিতে দ্রুত নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করারও দাবি জানানো হয়। বক্তারা আরও বলেন, জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দাবিগুলি দ্রুত পূরণ করা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ত্রিপুরা প্রদেশ অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের নেতৃত্ব।

১১ মাস বেতনহীন ধর্মনগর হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ আগষ্ট ।। দীর্ঘ ১১ মাস ধরে বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ধর্নায় বসেন ২৭ জন নিরাপত্তাকর্মী। বুধবার হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. ভাস্কর দাসের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটছে বলে অভিযোগ আন্দোলনরত কর্মীদের।

নিরাপত্তাকর্মীদের দাবি, সংশ্লিষ্ট এনবিএস কোম্পানির মাধ্যমে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু প্রায় ১১ মাস ধরে তাঁদের বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে না। ফলে সংসারের দৈনন্দিন খরচ চালানো থেকে শুরু করে সন্তানদের পড়াশোনাসবকিছু নিয়েই সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা।

এক নিরাপত্তাকর্মী বলেন, "প্রায় ১১ মাস ধরে আমরা বেতন পাচ্ছি না। আমাদের সংসার রয়েছে, ছোট ছোট সন্তান রয়েছে। এতদিন বেতন না পাওয়ায় পরিবার নিয়ে চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটছে।" দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকের অশালীন আচরণের অভিযোগে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট ।। এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ ও কটূক্তির অভিযোগ তুলে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়ায় রাজধানীর মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের সামনে। অভিযোগ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক উত্তম মজুমদার বিভিন্ন সময় ছাত্রীদের উদ্দেশে আপত্তিকর মন্তব্য করতেন। এমনকি ছাত্রীদের পোশাক নিয়েও নানা ধরনের মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি মোবাইল ফোনে ছাত্রীদের মেসেজ পাঠানো এবং তাঁদের পার্কে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার মতো অভিযোগও সামনে এসেছে।

এই অভিযোগগুলিকে কেন্দ্র করে বুধবার বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে শামিল হয় ছাত্রছাত্রীরা। অভিযুক্ত শিক্ষককে বিদ্যালয় থেকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। এক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলনে যোগ দেয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর সদস্যরাও। এমবিবি কলেজ ও বিবিএম কলেজের এবিভিপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং বিভিন্ন স্লোগান দেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের সামনে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ এবং কলেজটিলা ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ দীর্ঘক্ষণ ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

তবে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। ঘটনাটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে কি না, এবং তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 13-08-2026, 01:22

আগরতলা ১৩আগস্ট, ২০২৬ ইং
২৭ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সীমান্ত পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করিবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক!

অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ, এই বাস্তবতাকে কোনোভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বেজিংকে এই কড়া বার্তা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিল নয়াদিল্লি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়া চিনের সামনে ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত ঘেঁষা ২৭টি কৌশলগত ও ঐতিহাসিক এলাকার নিজস্ব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ভারতীয় নাম সরকারি নথিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দিল্লি। এর মধ্যে ১৯৬২ সালের যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত জসবন্ত গড় ও শের-ই-থাপা মেমোরিয়ালের মতো স্থানও রহিয়াছে। চিন ভারতের এই পদক্ষেপকে "অবৈধ" বলিয়া দাবি করিলে, নয়াদিল্লি তাহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়া জানায় যে এটি সম্পূর্ণ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং চিনের কাল্পনিক আপত্তি কোনো বাস্তবতাকে বদলাইতে পারিবে না। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র স্পষ্ট জানান, 'সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতির ওপরেই ভারত-চিন সামগ্রিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি নির্ভর করিবে এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই নয়াদিল্লির কাছে সবচেয়ে অগ্রাধিকারের বিষয়। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ভারত-চিন সীমান্ত বিষয়ক পরামর্শ ও সমন্বয় প্রক্রিয়ার ৩৬তম বৈঠকেও ভারত এই অবস্থান চিনের সামনে কঠোরভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে। অরুণাচলের আপার সুবানসিরি জেলার তাকসিং সীমান্তে চিনা ফৌজ কর্তৃক প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে তাঁবু খাটানোর খবর সামনে আসে। তবে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু নতুন করিয়া কোনো চিনা অনুপ্রবেশের দাবি নাকচ করিয়াছেন এবং ভারতীয় সেনা ও আইটিবিপি সীমান্তে কড়া নজরদারি চালাইতেছে।অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা প্রেমা থংডক নামের এক ভারতীয় নাগরিক বৈধ পাসপোর্ট নিয়া জাপান যাওয়ার পথে সাংহাই বিমানবন্দরে চিনা কর্তৃপক্ষের দ্বারা হেনস্থার শিকার হন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক চিনের এই খামখেয়ালি আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে।এদিকে, উত্তপ্ত বিতর্কের মাঝে ১২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বেজিংয়ের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দাবি করা হইয়াছে যে ভারত-চিন সীমান্তের পরিস্থিতি বর্তমানে মূলত "স্থিতিশীল" রহিয়াছে। তবে ভারতের তরফ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হইয়াছে, সীমান্তে উস্কানি বন্ধ না হইলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়।

ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নির্ভর করিবে সীমান্ত পরিস্থিতির উপরেই। তাহা স্পষ্ট করিয়া দিল নয়াদিল্লি। একই সঙ্গে বেজিংকে ফের বুঝাইয়া দিল, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এই সত্যকে কোনও কিছুই বদলাইতে পারিবে না।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে অরুণাচলের বিভিন্ন জায়গার নিজের মতো নামকরণ করিয়া গিয়াছে চিন। তার যথাযোগ্য প্রতিবাদও করিয়াছে ভারত। বুঝাইয়া দিয়াছে, ওই নামকরণের কোনও গুরুত্ব নাই। এরই মধ্যে অরুণাচলের ২৭টি এলাকাকে মানচিত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতীয় নামে চিহ্নিত করে দিল্লি। তাহাতে আপত্তি জানায় বেজিং। চিনের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে ওই ভারতীয় নামকরণকে 'অবৈধ' বলিয়া দাবি করে। এ বার তাহার পাল্টা দিল ভারতও। দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সবাল স্পষ্ট করিয়া দেন, "অরুণাচল ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এই বাস্তব পরিস্থিতি বদলানো যাইবে না।" একই সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় শান্তি বজায় রাখা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহাও চিনকে বুঝাইয়া দিয়াছে ভারত। বস্তুত, অরুণাচলের যে ২৭টি এলাকাকে ভারতীয় নামে চিহ্নিত করিয়াছে দিল্লি, তাহার মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত 'লং জু'।এ অবস্থায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় শান্তি বজায় রাখিবার বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের কথায়, ভারত-চিন সীমান্ত পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করবে দু'দেশের 'বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক'।সীমান্তবর্তী এলাকা সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত যে সব সময় চিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত, এ দিন তাহা-ও স্পষ্ট করিয়া দেন রণধীর। তিনি বলেন, "আমরা সবসময়েই আলোচনার উপরে জোর দিয়া আসিয়াছে।"

২০২০ সালে লাদাখের গলওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় বাহিনীর উপর হামলা চালাইয়াছিল চিনা ফৌজ। ওই ঘটনার পর থেকে প্রায় চার বছরেরও বেশি সময় ধরিয়া দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে এক অচলাবস্থা তৈরি হইয়াছিল। শেষে ২০২৪ সালে রাশিয়ার কাজানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক হয় চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের। তার পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ফের ধীরে ধীরে উন্নত হইতে শুরু করে।প্রায় ছ'বছর বন্ধ থাকিবার পরে সদ্য সিকিমের নাথু লা, হিমাচল প্রদেশের শিপকি লা এবং উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ দিয়া ফের ভারত-চিন বাণিজ্যপথ শুরু হইয়াছে। এরই মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ প্রসঙ্গে ফের আপত্তি জানায় বেজিং। তবে দিল্লিও বুঝাইয়া দিল, ওই আপত্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নাই।

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ আগস্ট: 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার কাজ করছে বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। আজ আগরতলার হকার্স কর্নারে হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। হকার্স কর্নারের নাম এখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীদের পরিশ্রম ও সম্মিলিত উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, একটি বাজারকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার বিভিন্ন মার্কেট ও স্টলকে আরও সুন্দর এবং উন্নত পরিবেশে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী দিনেও হকার্স কর্নারের মতো আরও বিভিন্ন মার্কেটকে আধুনিকতার ছোঁয়ায় সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা আরও ভালো পরিবেশে ব্যবসা করার সুযোগ পাবেন এবং সাধারণ মানুষও উন্নত পরিষেবা পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজারে যাতে কোনও ধরনের অসাধু কার্যকলাপ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সকলকে নজর রাখতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বাজারের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথাও মাথায় রাখার আহ্বান জানান তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত বাজার কমিটির কার্যকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। বাজার পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন কমিটি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে এবং ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের স্বার্থে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। রক্তের প্রয়োজন মেটাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এদিনের শিবিরে মোট ৩৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, কর্পোরেটর রত্না দত্ত, ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের সভাপতি সুজিত রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মৃত্যুঞ্জয়ী ১১ই আগস্ট :: ১৯০৮ এর অগ্নিগর্ভ ভারত এবং বিপ্লবের নতুন পাঠ

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

পুলিশি হেফাজতে বন্দী অবস্থায় শহীদ ক্ষুদিরাম

১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট; সকাল ছ'টা। মজফফরপুর জেলের নিভৃত কক্ষে এক ১৮ বছরের কিশোরের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাচ্ছিল ঔপনিবেশিক শাসক। উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী; ফাঁসির মঞ্চে ওঠার সময় বালকটির মুখে ছিল এক অলৌকিক হাসি; আর হাতে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা। তরুণটির নাম ক্ষুদিরাম বসু। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তিশালী ভীত কাঁপিয়ে দেওয়া সেই মুহূর্তটি কেবল একজন একক বিপ্লবীর জীবনাবসানের ঘটনা ছিল না; ১৯০৮ এর আগস্টের রক্তিম প্রভাত ছিল পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক; মানসিক ও সামাজিক রূপান্তরের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ।

ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগকে বুঝতে গেলে ১৯০৮ সালের ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। লর্ড কার্জনের ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ- বিরোধী আন্দোলনের উত্তাপ ততদিনে বাংলায় এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন 'মডারেট' বা 'নরমপন্থী' নেতৃত্বের 'আবেদন -নিবেদনের নীতি' তরুণদের হতাশা ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। অন্যদিকে; ১৯০৭ সালের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী বিভাজন জাতীয় রাজনীতিতে যে শূন্যতা তৈরি করেছিল; তা পূরণ করতে এগিয়ে আসে গোপন বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর'। কলকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ডের অমানুষিক শারীরিক নিপীড়নের উপযুক্ত জবাব দিতে যুগান্তর গোষ্ঠীর নির্দেশে মজফফরপুরে যান ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। ৩০ এপ্রিলের বোমার লক্ষ্য কিংসফোর্ড হলেও তা ভুলবশত কেনেডি পরিবারের গাড়িতে গিয়ে পড়ে। প্রফুল্ল চাকী আত্মাহুতি দেন; আর গ্রেফতার হন ক্ষুদিরাম।

একটি ঘটনা তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল; তা ছিল অভাবনীয়। ক্ষুদিরামের গ্রেফতারের পরপরই কলকাতার মানিকতলা বাগানবাড়িতে পুলিশি অভিযানে গ্রেপ্তার অরবিন্দ ঘোষ; বারিন্দ্র কুমার ঘোষ; যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) সহ বহু বিপ্লবী। শুরু হয় ঐতিহাসিক আলিপুর বোমা মামলা (১৯০৮ - ১৯০৯)। রাজকীয় দমননীতির অংশ হিসেবে ব্রিটিশ সরকার দ্রুত পাস করে 'নিউজপেপারস (ইনসাইটমেন্ট টু অফেনসেস) অ্যাক্ট ১৯০৮'এবং 'ইন্ডিয়ান ক্রিমিনাল ল অ্যাটেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট'। যুগান্তর ও বন্দেমাতরম- এর মত স্বদেশী সংবাদপত্রগুলোর উপর খড়্গহস্ত নেমে আসে। মুজাফফরপুর থেকে যখন ক্ষুদিরামকে কলকাতায় কিংবা বিভিন্ন বিচারে নিয়ে যাওয়া হতো; হাজার হাজার মানুষ স্টেশনে জমা হতো সেই অলৌকিক কিশোরকে এক নজর দেখার জন্য। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ক্ষুদিরামের অবিচল মনোভাব সাধারণ মানুষের মনে জমে থাকা ব্রিটিশদের ভয়কে চিরতরে ধুলিসাৎ করে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিতে ক্ষুদিরাম রূপ নিল এক অমর প্রতীকে। তাঁতশিল্পীরা শাড়ির পাড়ে লিখে দিলেন 'ক্ষুদিরাম' আর ঘরে ঘরে গাওয়া হতে লাগল পীতাম্বর দাসের কালজয়ী গান —একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। ১৪৪ নম্বর ধারা জারি করেও বাংলার তরুণ সমাজকে বিপ্লবী পথ থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব হয়নি; বরং ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ দেশজুড়ে হাজার হাজার ক্ষুদিরামের জন্ম দিয়েছিল। ক্ষুদিরামের ফাঁসি সমকালীন ভারতের জনমানসে এক অভাবনীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন তৈরি করেছিল। বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর সাহসিকতার প্রশংসা করে লেখেন।এই বোমা বিস্ফোরণ কেবল কোনো ব্যক্তি বিশেষের উপর হামলা নয়; এটি ঔপনিবেশিক শাসনের অত্যাচারের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এই লেখার অপরাধে তিলককে ছয় বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয় সুদূর মানালয়ে। অন্যদিকে; বাংলার গৃহকোণে তাঁতীরা শাড়ির পাড়ে বুনতে শুরু করেন 'ক্ষুদিরাম' নামটি। কবি ও লোকশিল্পীদের কলমে সৃষ্টি হয় একের পর এক অমর বাণী।

১৯০৮ সালের আগস্ট মাস নাগাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সমীকরণও দ্রুত পাল্টাচ্ছিল। ১৯৭০ সালের সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের ভাঙ্গন স্পষ্ট হয়েছিল। ক্ষুদিরামের ফাঁসি প্রমাণ করে দিল যে; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাশ এখন আর কেবল অভিজাত আইনজীবীদের গোলটেবিল আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তা নেমে এসেছে রাজপথে; পৌঁছে গেছে কিশোর-তরুণদের বুকের রক্তে। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের সূচনা তখনও হয়নি। তবে ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর রাজকীয় দমননীতির বিরুদ্ধে যে গণচেতনার বিস্ফোরণ ঘটেছিল; তা পরবর্তীকালে তিলক; লালা লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পালের 'লাল- বাল- পাল' নেতৃত্বকে শক্তি জুগিয়েছিল এবং ভগৎ সিং; সূর্য সেনদের মতো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছিল। সংবাদপত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে; ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্টের তাৎপর্য শুধু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতায় নয়; বরং ভারতীয় রাজনীতিতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার নতুন ভাষা তৈরিতে। ক্ষুদিরাম প্রমাণ করেছিলেন; পরাধীন জাতির স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই কেবল 'এলিট' বা অভিজাত আইনজীবীদের ড্রয়িংরুমের চর্চায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; তার জন্য চরম আত্মত্যাগের প্রয়োজন।

১১ ই আগস্ট কেবল ইতিহাসের পাতায় বাধানো কোন স্মারক দিন নয়। মজফফরপুর জেলের ফাঁসির দড়িতে পা দেওয়ার সময় ক্ষুদিরামের যে প্রশান্ত হাসি ছিল; তা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের প্রথম স্পষ্ট পূর্বাভাস। ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট ঔপনিবেশিক শাসন মনে করেছিল তারা এক 'সন্ত্রাসবাদী'কে দূর করল; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী; সেদিন এক সাধারণ কিশোর রূপান্তরিত হয়েছিল স্বাধীন ভারতের আত্মায়। আজ ১০০ বছরেরও বেশি সময় পর; সমকালীন রাজনীতির বৈষম্য ও জটিলতার মাঝে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরামের সেই নির্মোহ দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ আমাদের নাগরিক চেতনাকে নতুন করে জাগ্রত করার অনুপ্রেরণা যোগায়।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
৬২৯ ৫৫৩৩১০৭

৩৫ বছর আগে সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন যেভাবে হয়েছিল

মুকিমুল আহসান

'সংসদীয় গণতন্ত্রে সেটি ছিল প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। নির্বাচনের দিন ভোটগ্রহণ শুরুর ঠিক আগেই জাতীয় সংসদের সংসদের অধিবেশন কক্ষে একসাথে ঢুকলো আওয়ামী লীগ নেতা মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, সাজেদা চৌধুরীসহ অনেকেই। প্রকাশ্যে ভোট আয়োজন নিয়ে তুমুল প্রতিবাদ করছিলেন তারা। চিৎকার করে বলছিলেন "শেইম, শেইম"।' রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে এমন অভিজ্ঞতার কথা বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সাবেক নির্বাচন কর্মকর্তা এবং ওই নির্বাচনের পোলিং অফিসার মিহির সারওয়ার মোর্শেদ। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফেরার পর ওই বছরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের পর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয় বাংলাদেশে। ৯১'র জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। আর বিরোধী দলে যায় আওয়ামী লীগ।

ওই বছরেই আটই অক্টোবর সংসদীয় গণতন্ত্রে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী। ওই নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন ওই দুইজনই। নির্বাচন শেষে ফলাফলে মি. বিশ্বাস ১৭২ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর তার বিপরীতে ৯২টি ভোট পেয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মি. চৌধুরী। নির্বাচনে সংরক্ষিত এমপিসহ ৩৩০ জন ভোটার থাকলেও ভোট দিয়েছিল মাত্র ২৬৪ জন। আর ভোট দেননি ৬৬জন এমপি। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদে ওই নির্বাচনের পর গত ৩৫ বছরে আটবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলেও একক প্রার্থী থাকায় কোন ভোট অনুষ্ঠিত হয়নি।

গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর এই নির্বাচনে বিরোধীদলও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। জামায়াত এনসিপি জোটের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে প্রার্থীও ঘোষণা করা হয়েছে। এই নির্বাচন নিয়ে মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামালের সাথে বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশনে সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, আগামী ২০শে অগাস্ট দুপুর দুইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত জাতীয় সংসদের অধিবেশন কক্ষেই এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের সব নির্বাচনে গোপন ব্যালটে ভোট হলেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট হয় প্রকাশ্যে। ভোট প্রকাশ্যে হওয়ায় কোন সংসদ সদস্য বিপক্ষ দলের প্রার্থীকে ভোট দিলে তার সংসদ সদস্য পদ থাকবে কী-না সেই প্রশ্নও সামনে আসছে। এর জবাবে, নির্বাচন কমিশন, সংবিধান ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে দুই ধরনের বক্তব্যও পাওয়া গেছে। কেউ কেউ মনে করে কোনো এমপি তার দলের বিপক্ষে ভোট দিলে ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার সদস্য পদ বাতিল হবে। তবে সংসদ গবেষকদের অনেকই আবার বলছেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রম বা সংসদের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালীর অংশ নয়।

বিতর্ক সমালোচনা সেই শুরু থেকেই

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিএনপি'র ছিল ১৪০টি, আওয়ামী লীগের ৮৮টি, জাতীয় পার্টির ৩৫টি, জামায়াতে ইসলামীর ১৮টি, বাকশালের ৫টি এবং সিপিবির ৫টি আসন। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল ৩০টি। কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি ওই নির্বাচনে। পরে জামায়াতের সমর্থন নিয়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার গঠন করে। বিএনপি সরকার গঠনের পর আবার সংসদীয় ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। রাষ্ট্রপতিকে সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করার বিধানও ফিরিয়ে আনতে ওই সময় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আইনও তৈরি করা হয়। ওই আইন প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলেন তৎকালীন নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা মিহির সারওয়ার মোর্শেদ। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, 'নতুন পদ্ধতিতে ফেরার পর সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য দ্রুতই আইন প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল'। ১১৯১ সালে অগাস্টে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আইন প্রণয়নের পর, সেপ্টেম্বর নির্বাচনের বিধিমালাও প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের ৮ই অক্টোবর সংসদ কক্ষে রাষ্ট্রপতি পদে ভোটের আয়োজন করে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন। সেই সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুর রউফ। ৯ই অক্টোবরে দৈনিক সংবাদের খবরে বলা হয়, "সংসদ কক্ষে স্পিকারের বিশাল চেয়ারটির বদলে একটি ছোট চেয়ার বসানো হয়। এতে উপবিষ্ট ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। ঠিক বেলা ২টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়"।

খবরে বলা হয়, ২টা তিন মিনিটে খালেদা জিয়ার ভোটদানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল ভোটগ্রহণ। পরবর্তীতে আব্দুর রহমান বিশ্বাস, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকারসহ বিএনপি প্রার্থীরা একে একে ভোট দেন। ওই নির্বাচনের পোলিং অফিসার মিহির সারওয়ার মোর্শেদ জানান, ওই নির্বাচনে সংসদের অধিবেশন কক্ষে চারটি বুথ বসানো হয়েছিল। তিনি বলছিলেন, 'আমি ছিলাম খুলনা ও বরিশাল বিভাগের পোলিং অফিসার। আমার ওখানে বিএনপির ব্যারিস্টার নামজুল হুদা ও আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ পোলিং এজেন্ট ছিল। সংসদ সদস্যরা যখন একে একে আসছিল তখন আমাদের সামনেই এমপিরা রাষ্ট্রপতি পদে ভোট দিচ্ছিল'।

তার দেওয়া তথ্য মতে, ভোটদানের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে নোট রাখছিলেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুইজন পোলিং এজেন্ট। তিনি জানান, সেই সংসদে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও বর্তমান চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি ছিলেন স্বতন্ত্র সংসদ। 'তারা দুইজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হলেও তারা আমাদের সামনেই তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন। সেটি পোলিং এজেন্টসহ নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে আমরাও দেখেছি', বলছিলেন মি. মোর্শেদ। ১৯৯১ সালের ৯ই অক্টোবরের দৈনিক সংবাদের খবরে বলা হয়, বেলা সোয়া দুইটায় মোহাম্মদ নাসিমসহ ২০/২৫ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সংসদ কক্ষে ভোটগ্রহণ করার প্রতিবাদ ও আপত্তি জানান। সেই প্রসঙ্গ টেনে ওই নির্বাচনের পোলিং অফিসার মি. মোর্শেদ বলছিলেন, 'মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিমসহ অন্য আওয়ামী লীগ নেতারা ঢুকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে স্পিকারের জায়গায় দেখে শেইম, শেইম বলে হট্টগোল করেন। ওনারা প্রকাশ্যে ভোট নিয়ে তাদের ক্ষোভ জানিয়ে বলেছিল- এই ধরনের প্রকাশ্যে ভোট রাষ্ট্রপতির আইনকে কলুষিত করছে'। পরবর্তীতে বিকেল ৫টা ভোটগ্রহণ শেষে ভোট গণনা করা হয়। ১৭২ ভোট পেয়ে বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দৈনিক সংবাদের খবরে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আব্দুর রহমান বিশ্বাস তখন দুই স্বতন্ত্র এমপি হাফিজ উদ্দিন আহমদ এবং নুরুল ইসলাম মনির ভোটও পেয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে যেভাবে গত মাসে মো. সাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগের পর চলতি মাসের শুরুতে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করে। প্রথমে ঘোষণা না আসলেও এ সপ্তাহেই জামায়াত-এনসিপি জোট এই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়টি জানায়। এই জোট থেকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে, এলডিপি চেয়ারম্যান অলি আহমদকে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দল বিএনপির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হলেও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে একটি ব্রিফিংয়ে সরকারি দলের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি বলেছেন, বিএনপি প্রার্থীর কে হবেন সেটি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণার পরই জানা যাবে। সেটি মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ই সবাই জানতে পারবেন বলেও জানান তিনি।

মূলত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে এদিন ভারপ্রাপ্ত স্পিকারের সাথে বৈঠক করেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ। সেখানে তিনি এই নির্বাচন কিভাবে হবে তার বিস্তারিত তুলে ধরেন। ইসি সচিব বলেন, ভোটের জন্য (সংসদ সদস্যদের আহ্বান জানিয়ে) সংসদ কক্ষে বৈঠক আহ্বান করবেন সিইসি। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচন ভবনে ১৩ অগাস্ট মনোনয়নপত্র জমা, বাছাই ১৬ অগাস্ট ও প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৮ অগাস্ট এবং সংসদ কক্ষে ভোট ২০ অগাস্ট। ইসি জানিয়েছে, নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচনী কর্মকর্তাকে সহায়তায় ইসির ২০ জন সহায়ক কর্মকর্তা থাকবেন, সঙ্গে সংসদ সচিবালয়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োজিত হবেন। এই নির্বাচনে ৩৪৯ জনের ভোটার তালিকা এরই মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫০ জন সংরক্ষিত আসনের। চট্টগ্রাম-৪ আসনের প্রার্থিতা বাতিল হয় আদালতে।

ভোটদান পদ্ধতি বিষয়ে ইসি সচিব বলেন,'সংসদ সদস্যরা তাদের নিজ নিজ আসনে বসবেন। আমরা তাদের কাছে ব্যালট পেপারটা পৌঁছে দিব। সংসদ সদস্যরা প্রার্থীর নামের পাশে ভোটারের পূর্ণ স্বাক্ষর ও বিভক্তি সংখ্যা লিখে ব্যালট পেপার বাক্সে রাখবেন'। ইসি জানিয়েছে, ২০শে অগাস্ট দুপুর দুইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ভোট শেষে সংসদ কক্ষেই গণনা করা হবে এবং প্রাথমিক ফলাফল সেখান থেকেই ঘোষণা করা হবে। চিফ হুইপ সোমবারের সংবাদ সম্মেলনে জানান, রাষ্ট্রপতি, সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা ও স্পিকারের ভোট দেওয়ার দৃশ্য গণমাধ্যমকে সরাসরি সম্প্রচারের সুযোগ দেওয়া হবে। ভোটগ্রহণ শেষে ব্যালট গণনা ও ফলাফল প্রস্তুতের কার্যক্রমও ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে।

প্রকাশ্যে ভোট, বিরুদ্ধে গেলে পদ বাতিল?

এ সংসদে বিএনপির ২৪৭ জন সদস্য থাকায় ক্ষমতাসীন দলটির প্রার্থীই রাষ্ট্রপতি হবে মোটামুটি নিশ্চিত। তবুও বিরোধী দল প্রার্থী দেওয়ায় ভোটে গড়াল এবার।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আইন অনুযায়ী, এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্যে। ফলে, ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কে কত ভোট পাবেন এবং কে জিতবেন, তা নির্ধারণে সংসদের দলীয় আসন সংখ্যাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদ সদস্যদের গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান ছিল। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা চালুর পর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের পর সংবিধানের ৪৮ (১) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে নির্বাচনের বিধান করা হয়। এবং সেখানে প্রকাশ্যে ভোট দেওয়ার বিধান চালু করা হয়। সংসদ বিষয়ক গবেষক অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমদ বলছেন, '১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে প্রকাশ্যে ভোট দেওয়ার বিধান চালু হয়। সেই আইনটি এখনো বলবৎ রয়েছে। তাই একদিকে যেমন ব্যালটেও নাম থাকবে অন্যদিকে তার সাক্ষরও থাকবে'। প্রকাশ্যের ভোট দেওয়ার বিধান নিয়ে এই বিতর্ক ১৯৯১ সালেও ছিল। প্রকাশ্যে ভোট হওয়ায় কেউ কি দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবেন কী-না সেই প্রশ্নও সামনে আসছে?

এই প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে সংবিধানের ৭০ এর অনুচ্ছেদের কথাও বলছেন কেউ কেউ। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি যদি ওই দল থেকে পদত্যাগ করেন বা সংসদে ওই দলের বিপক্ষে ভোট দেন, তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে।

তবে, সংসদবিষয়ক গবেষক অধ্যাপক কে এম মহিউদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেন,কোনো সংসদ সদস্য যে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছেন, সংসদে উত্থাপিত কোনো প্রস্তাবের ওপর সেই দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিলে অথবা দল থেকে পদত্যাগ করলে তার আসন শূন্য হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রম বা সংসদের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালীর অংশ নয়; এটি সংবিধান এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানকে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের অর্থে "সংসদে ভোটদান" হিসেবে গণ্য করা যায় না'। একই মত অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমদেরও। তিনিও মনে করেন কেউ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তার সংসদ সদস্য পদ বাতিল হবে না। তবে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ মনে করেন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, দলের বাইরে গিয়ে ভোট দেওয়া যাবে না। কেউ যদি দলের বিপক্ষে ভোট দেয় তাহলে তার পদ বাতিল হবে। বিবিসি বাংলাকে মি. মাছউদ বলেন, 'কেউ যদি ভোট দিয়ে ফেললে সে তার চেয়ার হারাবে। নির্বাচন কমিশনের কাছে বিষয়টি আসবে। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সেই ঘোষণা দিবে'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিপাহিজলা জেলায় প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ‘বার্তা’ অনুষ্ঠান

আগরতলা, ১২ আগস্ট ২০২৬: সিপাহিজলা জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ে আজ ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি), আগরতলার উদ্যোগে ‘বার্তা’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত ভারত, জনগণনা এবং ‘ক্যাচ দ্য রেইন’অর্থাৎ বৃষ্টির জল সংরক্ষণ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা সুভাষ দত্ত, ডেপুটি কালেক্টর দিব্যশ্রী দাশগুপ্ত, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধিকর্তা দেবাশিস লোধ এবং ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির উদয়পুর সায়েন্স সেন্টারের অফিসার-ইন-চার্জ অয়ন সাহা।

সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা সুভাষ দত্ত জনগণনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আলোচনা করেন। জনগণনা সংক্রান্ত বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন তিনি। ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ প্রসঙ্গে সুভাষ দত্ত বলেন, ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বৃষ্টির জল বয়ে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে উর্বর মাটিও ক্ষয় হয়ে যায়। তাই জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। ছাদের বৃষ্টির জল পাইপের মাধ্যমে মাটির নিচে তৈরি গর্তে পৌঁছে দিয়ে ভূগর্ভে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ডেপুটি কালেক্টর দিব্যশ্রী দাশগুপ্ত জনগণনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। জনগণনা পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলি থেকে উত্তরণের বিভিন্ন পদ্ধতিও তিনি তুলে ধরেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধিকর্তা দেবাশিস লোধ বলেন, নেশামুক্ত ভারত কোনও স্লোগান নয়, এটি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাচীর থেকে প্রধানমন্ত্রী নেশামুক্ত ভারত গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্য পূরণে আমরা কতটা সফল হয়েছি এবং সত্যিই দেশকে নেশামুক্ত করতে পেরেছি কি না, তা নিয়ে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। নেশার বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে নেশার কবলে থাকা মানুষদের সম্মিলিত উদ্যোগে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান তিনি।

ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির উদয়পুর সায়েন্স সেন্টারের অফিসার-ইন-চার্জ অয়ন সাহা ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ প্রসঙ্গে বলেন, গোটা পৃথিবীতে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তার খুব সামান্য অংশই ভূভাগে পাওয়া যায়। তবে যে পরিমাণ বৃষ্টির জল পাওয়া যায়, তার অর্ধেকও যদি পুকুর, জলাশয় বা অন্যান্য উপায়ে ভূগর্ভে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিমান পরিষেবা পুনর্বহাল ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ১২ আগস্ট: মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দর থেকে একের পর এক বিমান পরিষেবা প্রত্যাহার ও কমিয়ে দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ত্রিপুরার পর্যটন ও পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা, প্রত্যাহার করা রুট পুনর্বহাল এবং চাহিদাসম্পন্ন রুটে পরিষেবা বাড়ানোর দাবিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কিঞ্জরাপু রামমোহন নাইডুর হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি দিয়েছেন তিনি।

চিঠিতে মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে এয়ার ইন্ডিয়া, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, ইন্ডিগো এবং আকাশ এয়ার-এর বেশ কিছু পরিষেবা আগরতলা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে, কমিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে প্রত্যাহারের প্রস্তাব রয়েছে। এর ফলে ত্রিপুরার বিমানযাত্রীদের মধ্যে অসুবিধা ও উদ্বেগ বাড়ছে।

মন্ত্রী জানান, এয়ার ইন্ডিয়া আগরতলা-গুয়াহাটি রুটে তাদের পরিষেবা কমিয়েছে এবং আগামী ২২ অক্টোবর থেকে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রুটে পরিষেবা কমানো বা প্রত্যাহারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে আগরতলা-বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু পরিষেবাও রয়েছে।

অন্যদিকে, ইন্ডিগোর সরাসরি আগরতলা-হায়দরাবাদ বিমান পরিষেবাও আগামী ২২ অক্টোবর থেকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব রয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন সুশান্ত চৌধুরী।

এর আগে আগরতলা-শিলং, আগরতলা-আইজল এবং সরাসরি আগরতলা-চেন্নাই রুটের বিমান পরিষেবাও প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিমান পরিষেবা কমে যাওয়ার ফলে বিশেষ করে আগরতলা-কলকাতা, আগরতলা-দিল্লি, আগরতলা-গুয়াহাটি এবং আগরতলা-বেঙ্গালুরু-র মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটে বিমানভাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মন্ত্রী। এর ফলে চিকিৎসা, উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা, সরকারি কাজ কিংবা জরুরি প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া যাত্রীদের আর্থিক চাপ ও দুর্ভোগ বাড়ছে।

মন্ত্রী চিঠিতে আরও উল্লেখ করেছেন, আগরতলা থেকে বিমান যোগাযোগ বাড়ানোর চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও উল্টো বিমান পরিষেবা কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী বিমান পরিষেবা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রীর কাছে সুশান্ত চৌধুরীর আবেদন, সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে প্রত্যাহার করা পরিষেবা পুনর্বহাল, বর্তমানে চালু থাকা পরিষেবা বজায় রাখা এবং চাহিদাসম্পন্ন রুটে বিমান পরিষেবার সংখ্যা ও আসনসংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক। পাশাপাশি, বিমানভাড়ার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে লাগাম টেনে ত্রিপুরার মানুষের জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিমান যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্যও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি।

ত্রিপুরার পর্যটন, বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিমান যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আগরতলা বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা কমে যাওয়ার বিষয়টি দ্রুত সমাধান করা না হলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জলবায়ু অর্থায়ন ও কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন উদ্যোগ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২আগস্ট: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, জলবায়ু অর্থায়ন এবং কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশনের সম্ভাবনা নিয়ে আজ গীতাঞ্জলি ট্যুরিস্ট গেস্ট হাউসেরাজ্যস্তরীয় প্রথম স্টেকহোল্ডার সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকারের সুশাসন দপ্তরের ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন-এর উদ্যোগে এবং বায়ো টেকনোলোজি অধিদপ্তর, আইজিডিসি প্রকল্প, জাইকা প্রকল্প এবং অর্পণ সোসাইটির সহযোগিতায় এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি। তারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় রাজ্যের সার্বিক উদ্যোগ, ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার ও কার্বন বিপণনের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এই আলোচনা সভায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠন সহ ২০ টি সংস্থার বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু অর্থায়ন, কার্বন বিপণন, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, অভিযোজন অর্থায়ন এবং কার্বন ট্রেডিং নিয়ে নিজেদের মতামত ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। পাশাপাশি ত্রিপুরায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মোকাবিলা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়।

সভায় পরিবেশ কর্মী ও সাংবাদিক ড. বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্যরাজ্যের জলবায়ু প্রেক্ষাপট তুলে ধরে কার্বন বিপণন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহিত আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা তহবিলের সুযোগ গ্রহণেরউপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কার্বন বিপণন ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিয়ে সভায় মূল বক্তব্য রাখেন নাবার্ড-এর জলবায়ু অর্থায়ন প্রকল্পের উত্তর-পূর্ব ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ড. জয়ন্ত বসু। অভিযোজন অর্থায়ন ও কার্বন ট্রেডিং বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ''ক্লাইমেট একশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া''-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. সঞ্জয় বশিষ্ঠ। সভায় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ নিয়ে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশনের এশিয়া প্যাসিফিক লিড আধিকারিক অজেয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও নাবার্ড, ত্রিপুরার জিএম তনুশ্রী ভট্টাচার্য, আই জি ডি সি-র সি ই ও এস প্রভু, জাইকার সি ই ও ভানুমতি, বায়োটেকনোলজি''অধিদপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সভায় রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার মতামতগুলো নিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের নতুন সুযোগ, কার্বন সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে। যা আগামী দিনে নীতি আয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হবে বলে সভায় জানানো হয়।

প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীদের খোঁজে এম কে প্রোডাকশন, ২২ আগস্ট থেকে ‘নাচ ত্রিপুরা নাচ সিজন ৩’-এর অডিশন

আগরতলা, ১১ আগস্ট: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীদের খুঁজে বের করতে উদ্যোগ নিয়েছে এম কে প্রোডাকশন। আগামী ২২ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে ‘নাচ ত্রিপুরা নাচ সিজন ৩’-এর অডিশন। এবার রাজ্যের মোট ছয়টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে প্রাথমিক পর্যায়ের এই অডিশন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক অডিশন পর্ব শেষে নির্বাচিত প্রতিযোগীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে মেগা অডিশন। মেগা অডিশনে নির্বাচিত প্রতিযোগীদের নিয়ে আয়োজন করা হবে ‘নাচ ত্রিপুরা নাচ সিজন ৩’-এর গ্র্যান্ড ফিনালে।

এবারের ফাইনাল প্রতিযোগিতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে বিশেষ চমক থাকছে। রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভারতের জনপ্রিয় ডান্সিং আইকন টেরেন্স লুইস। তাঁর উপস্থিতি প্রতিযোগিতায় বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা। অডিশনের সূচি অনুযায়ী২২ আগস্ট: ঋষ্যমুখ, ২৩ আগস্ট: শান্তিরবাজার, ২৯ আগস্ট: খোয়াই, ৩০ আগস্ট: কুমারঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর: আমবাসা, ১৩ সেপ্টেম্বর: আগরতলা।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীদের এই অডিশনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে নৃত্যশিল্পী মৃণাল। তাঁর আবেদন, যাঁরা নাচের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে চান, তাঁরা নিজ নিজ শহরে নির্ধারিত দিনে অডিশনে অংশ নিন। আয়োজকদের আশা, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীরা বড় মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

স্বাধীনতা দিবসের আগে জাতীয় পতাকা তৈরিতে ব্যস্ত ধর্মনগরের ‘উদ্যোগ’ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা

ধর্মনগর, ১২ আগস্ট: আসন্ন ৮০তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে জাতীয় পতাকা তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের ‘উদ্যোগ’ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। নিজেদের উদ্যোগে পতাকা তৈরির পাশাপাশি এবছর প্রায় ৫০০টি জাতীয় পতাকার অর্ডার পেয়েছে গোষ্ঠীটি।

প্রায় পাঁচ বছর আগে গড়ে ওঠা ‘উদ্যোগ’ স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে রয়েছেন মোট ১৩ জন সদস্য। সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি মোমবাতি, আবির তৈরি এবং ফুড সাপ্লাইয়ের মতো বিভিন্ন কাজের সঙ্গেও যুক্ত তাঁরা। বর্তমানে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পাওয়া অর্ডার সময়মতো পূরণ করতে জোরকদমে চলছে জাতীয় পতাকা তৈরির কাজ।

তবে গোষ্ঠীর সদস্যদের অভিযোগ, গত বছর সরকারি অর্ডার পেলেও চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি অর্ডার পাননি তাঁরা। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অধিকাংশ সদস্যের নিজস্ব সেলাই মেশিনও নেই। বর্তমানে মাত্র দু’জন সদস্যের কাছে সেলাই মেশিন রয়েছে। সেই দুটি মেশিন ব্যবহার করেই পালা করে চলছে পতাকা তৈরির কাজ।

গোষ্ঠীর সদস্য সুমা রানী দাস, মনিকা সূত্রধর, হ্যাপি ধর ও ঝুমা আচার্য-সহ ১৩ জন সদস্যই সেলাইয়ের কাজে দক্ষ। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও সেলাই মেশিন এবং নিয়মিত সরকারি অর্ডারের ব্যবস্থা করা হলে পতাকা তৈরির উৎপাদন বাড়বে। একইসঙ্গে সদস্যদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে।

দেশের জাতীয় পতাকা তৈরির কাজে যুক্ত হতে পেরে গর্বিত ‘উদ্যোগ’ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। তাঁদের আশা, আগামী দিনে সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও সহযোগিতা মিলবে এবং এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার পথ আরও সুগম হবে।

ডাইনি অপবাদের জেরে দম্পতিকে হত্যার অভিযোগ, ঘর থেকে উদ্ধার স্বামী-স্ত্রীর দেহ

আগরতলা, ১২ আগস্ট: ডাইনি অপবাদের জেরে এক দম্পতিকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সিধাই থানার অন্তর্গত চন্দ্র সাধুপাড়া এলাকায়। নিজ বাড়ি থেকেই স্বামী-স্ত্রীর নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতরা হলেন বিশ্বরাই দেববর্মা (৫৫) এবং তাঁর স্ত্রী আগনতি দেববর্মা (৫৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই আগনতি দেববর্মাকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। তাঁকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও মানসিক নির্যাতনেরও অভিযোগ উঠেছে। এমনকি বিষয়টি নিয়ে সামাজিক সালিশি ডাকার ঘটনাও ঘটেছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে চলা এই নির্যাতনের কারণে একসময় প্রাণের আশঙ্কায় বিশ্বরাই দেববর্মা ও তাঁর স্ত্রী এলাকা ছেড়ে আগরতলায় গিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁরা ফের নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন। এরপর ফের তাঁদের উপর মানসিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে বাড়ি থেকে স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিধাই থানার পুলিশ। পুলিশ দু’জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে রক্তের দাগও পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। ফলে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি হত্যাকাণ্ড, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও ডাইনি অপবাদের অভিযোগ সামনে এলেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশি তদন্তের পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে। উল্লেখ্য, প্রায় ছয় মাস আগে সিধাই থানার অভিচরণ সংলগ্ন এলাকায় ডাইনি অপবাদের জেরে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একই ধরনের অভিযোগ সামনে আসায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

Dated, the 12th August, 2026

NOTIFICATION

Reference : - Advertisement vide No. 13/2025 dated 06.03.2025

This is for information of all concerned that the results of the Written Examination for recruitment to the post of **System Analyst,** Group-B, Non-Gazetted in Directorate of Treasuries & Accounts under the Finance Department, Govt. of Tripura held on 17.05.2026 has been upload in https://tpsc.tripura.gov.in and the Interview/Personality Test of the provisionally qualified candidates scheduled to be held on **21st September, 2026** in the Commission's Secretariat at Agartala.

For further details visit www.tpsc.tripura.gov.in

The Commission shall not be responsible for printing error by the published media, if there be any.

Sd/-Illegible
(S MOG, IAS)
Secretary, TPSC

নয়াদিল্লিতে ''গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস'' (জেইএম)-এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যকে সম্মাননা প্রদান

আগরতলা, ১২ আগস্ট: জেইএম-এর মাধ্যমে স্বচ্ছ সরকারি কেনাকাটা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আজ নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ''গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস'' (জেইএম)-এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যকে সম্মানিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, বাণিজ্য বিভাগের সচিব রাজেশ আগরওয়াল, ইলেকট্রনিক্স ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রকের সচিব এস. কৃষ্ণণ এবং জেইএম-এর সিইও মাহের কুমার। ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ড. আকিঞ্চন সরকার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের কাছ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন।

জেইএম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান কেনাকাটা এবং সরকারি কেনাকাটায় জেইএম-এর সুবিধাগুলো কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে রাজ্যের ক্রেতাদের উৎসাহব্যঞ্জক প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ ত্রিপুরাকে ''জেইএম সাসটেইন্ড অ্যাডপশন'' (জেইএম-এর ধারাবাহিক ব্যবহার) বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি স্বচ্ছ, দক্ষ ও প্রযুক্তি-নির্ভর সরকারি কেনাকাটা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রতিশ্রুতি এবং রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্রেতাদের মধ্যে জেইএম-এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের প্রতিফলন। ত্রিপুরা সরকার এই স্বীকৃতিকে সাধুবাদ জানায় এবং সরকারি কেনাকাটায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও সর্বোত্তম মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি বিভাগে জেইএম -এর ব্যবহার আরও জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উর্ধতন কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিগণ ছাড়াও সরকারি কেনাকাটা ও জেইএম ইকোসিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অংশীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

সংসদে লাগাতার অচলাবস্থা বিরোধীদের নৈরাজ্যবাদী মানসিকতা’ প্রকাশ করছে: বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (আইএএনএস): সংসদের বাদল অধিবেশনে লাগাতার অচলাবস্থা তৈরি করার জন্য বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। বুধবার তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধীদের ধারাবাহিক বিক্ষোভ ও সংসদ অচল করে রাখার প্রবণতা তাদের নৈরাজ্যবাদী মানসিকতা’ প্রকাশ করছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সংসদ চত্বরে দেওয়া বক্তব্যের একটি ভিডিও শেয়ার করে নিতিন নবীন লেখেন, “সংসদে বিরোধীদের লাগাতার অচলাবস্থা তাদের নৈরাজ্যবাদী মানসিকতা প্রকাশ করছে।”

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার বারবার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুতি দেখালেও বিরোধীরা আলোচনা থেকে পালিয়ে সংসদের কাজকর্ম ব্যাহত করছে। সাধারণ মানুষ এখন কে আসলে আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে, তা বুঝতে পারছেন বলেও মন্তব্য করেন বিজেপি সভাপতি।

এর আগে বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আলোচনার প্রস্তাব কার্যত প্রত্যাখ্যান করে পড়ুয়াদের উপর পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে তাঁকেই দায়ী করেন। রাহুলের অভিযোগ, জন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ কে দিয়েছিল, তার জবাব শাহকে দিতে হবে।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ২০ জুলাই সংসদমুখী পড়ুয়াদের মিছিলের সময় পুলিশের কথিত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার জন্য শাহ নিজে প্রস্তুত বলে জানিয়েছিলেন। একইসঙ্গে বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদে আলোচনা হতে দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেছিলেন তিনি।

বিরোধীরা বারবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংসদে উপস্থিতি এবং পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর বক্তব্য দাবি করে আসছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বাদল অধিবেশনে একাধিকবার সংসদের কাজ ব্যাহত হয়েছে। সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের শাহ বলেন, তাঁকে সংসদ এড়িয়ে যাওয়ার যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন। তিনি জানান, অধিবেশন শুরুর পর থেকে তিনি নিয়মিত সংসদে আসছেন এবং নিজের কক্ষে বসছেন। তবে বিরোধীরা দুই কক্ষেই সংসদের কাজকর্ম চলতে দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শাহ বলেন, “‘নিখোঁজ’, ‘পালিয়ে গিয়েছেন’, ‘পলাতক’এই ধরনের শব্দ সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের জনজীবন ও সংসদীয় পরিসরে ক্রমশ বেশি শোনা যাচ্ছে। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে আমি নিয়মিত সংসদে আসছি এবং নিজের কক্ষে বসছি। কিন্তু বিরোধীরা দুই কক্ষেই সংসদের কাজ চালাতে দিচ্ছে না। তাহলে সেখানে গিয়ে আমি কী করব?”

আলোচনার সময়সীমা নিয়েও প্রস্তাব দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, বিরোধীরা দুপুর ২টার মধ্যে স্পিকারের কাছে চিঠি দিলে বুধবার বিকেল ৩টা থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

শাহ বলেন, তিনি সংসদে বসে সকলের বক্তব্য শুনবেন এবং প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেবেন। সরকারের কিছুই গোপন করার নেই বলেও জানান তিনি। একইসঙ্গে কেন বিরোধীরা আলোচনা হতে দিতে চাইছিল না, সেই বিষয়েও আলোচনা করতে প্রস্তুত বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত। তবে সংসদকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দিতে হবে।

ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার মামলা: তদন্তকারী দল বাড়াল কেরল পুলিশ

তিরুবনন্তপুরম, ১২ আগস্ট (আইএএনএস): সিপিআই(এম) নেতা তথা কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাসভবনে আসা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আধিকারিকদের উপর কথিত হামলার তদন্ত আরও বিস্তৃত করতে চলেছে কেরল পুলিশ। এই লক্ষ্যে বিশেষ তদন্তকারী দলে আরও আধিকারিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গত ২৭ মে বিজয়নের ভাড়া নেওয়া ওই বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। তাঁর মেয়ে বীণা বিজয়নও ওই বাড়িতে থাকেন। তাঁর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা এক্সালজিক এবং কোচিভিত্তিক খনন সংস্থা সিএমআরএল-এর মধ্যে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়েই এই তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

হামলার ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ২৫ জন মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে চলতি মাসের গোড়া পর্যন্ত জেলে ছিলেন। বর্তমানে একজন জেলে রয়েছেন এবং আরও একজন পলাতক বলে জানা গিয়েছে।

মামলার সঙ্গে যুক্ত সূত্রের দাবি, তদন্তকারী দল সম্প্রসারণের অন্যতম কারণ হল ঘটনাস্থলে উপস্থিত সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক এম. ভি. গোবিন্দন-সহ দলের কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি। তদন্তের গুরুত্ব এবং হামলার পিছনে বৃহত্তর কোনও ষড়যন্ত্র ছিল কি না, সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে আরও সাব-ইন্সপেক্টর ও সিভিল পুলিশ অফিসারকে দলে নেওয়া হয়েছে।

তদন্তকারীরা এখন ঘটনার আগে কথিত পরিকল্পনা এবং যোগাযোগের বিষয়েও নজর দিচ্ছেন। আগামী সপ্তাহে গোবিন্দন, তিরুবনন্তপুরম জেলা সম্পাদক ভি. জয় এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ভি. শিবনকুট্টিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হতে নোটিস দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

চলন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে গাঁজা পাচারের চেষ্টা, উদয়পুরে পুলিশের জালে ২

উদয়পুর, ১২ আগস্ট: চলন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে অভিনব কায়দায় গাঁজা পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ ও বিএসএফ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উদয়পুর রেলস্টেশন থেকে দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ১০ কেজিরও বেশি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করা হচ্ছেগোপন সূত্রে এমন খবর পাওয়ার পর তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ ও বিএসএফ। এরপর উদয়পুর রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকা ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ১০ কেজিরও বেশি বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, রেলপথ ব্যবহার করে নিষিদ্ধ মাদক পাচারের উদ্দেশ্যেই এই চালান নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে গাঁজার চালানটি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, গাঁজার উৎস এবং এর গন্তব্য কোথায় ছিলসেসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গোটা অভিযানের বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়। উদয়পুর রেলস্টেশনকে ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের এই ঘটনা সামনে আসায় রেলপথে মাদক পাচার রুখতে নজরদারি আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত এগোলে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

খোয়াইয়ে জব ফেয়ারের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: রাজ্যের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি খোয়াইয়ে জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। জব ফেয়ারে ৩০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে অথার এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড এবং ২৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে রিংকিট অয়ারহাউজে। নির্বাচিত প্রার্থীরা ব্যাঙ্গালুরু এবং তামিলনাড়ু''র হোসুর-এ তাদের সংশ্লিষ্ট সংস্থায় কাজে যোগ দেবে। তারা প্রতি মাসে ২২ হাজার টাকা করে সিটিসি পাবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সংবাদপত্রের নায়ক গঙ্গাকিশোর

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলতে গেলে এক বাক্যে প্রথমে যার নাম আসে তাহল সংবাদপত্র। নিখুঁত শব্দচয়ন সঠিক তথ্য খবরের যথাযোগ্য মান পরিবেশনের মাধ্যমে সংবাদপত্র তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকে। সংবাদপত্র যত প্রগতিশীল ও নির্ভুল হবে, সাংবাদিকরা যত নির্দিষ্টভাবে নিষ্ঠা সহকারে তার দায়িত্ব পালন করবে ততই সেই কাগজ জনসমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত হবে। সদ্য বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক পুলক মণ্ডলের 'উপেক্ষিত নায়ক গঙ্গাকিশোর' বইটি সমাপ্ত করলাম। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর অন্তর্গত বহড়াগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। অদম্য অধ্যবসায় মনোবলকে সঙ্গে করে তিনি কলকাতার বুকে খুলেছিলেন আস্ত একখানা ছাপাখানা। স্বীকৃতি পেয়েছিলেন প্রথম বাঙালি মুদ্রাকারের। ১৮১৬ তে প্রথম বাংলা সচিত্র বই প্রকাশ করেছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানির প্রেস থেকে কিন্তু তার দু' বছরের মধ্যেই ১৮১৮ থেকে তিনিই প্রথম বাঙালি, যিনি ছাপাখানা খুলেছিলেন এবং নিজের ছাপাখানা থেকে প্রকাশ করেছিলেন দেশীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বাঙ্গাল গেজেটি, যা ছাপা হয়েছিল তাঁর নিজের ভাষা বাংলায়। 'উপেক্ষিত নায়ক গঙ্গাকিশোর' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য একাধারে প্রথম বাঙালি মুদ্রাকার প্রকাশক পুস্তক বিক্রেতা এবং তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদক। কথাটি বোধ হয় ঠিক হল না, কেননা শুধুমাত্র বাংলা ভাষাতেই নয় এবং শুধুমাত্র বাঙালি হিসেবেই নয় অবিভক্ত ভারতবর্ষে পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে সেই সময় রাজধানী কলকাতার বুকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদগুলিকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন'। 'বাংলা মুদ্রণের আদিপর্ব' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'ভারতের মুদ্রণ যুগের ইতিহাস থেকে জানা যায়, পর্তুগিজরাই এদেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে আসে। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর কাঠের তৈরি সেই ছাপার যন্ত্র জাহাজ থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়ায় নামানো হয়েছিল। তারপর সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ছাপাখানা। বলা হয়ে থাকে, সেই বছরেই নাকি সেখান থেকে বই ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু সেই বই কেউ চোখে দেখেনি'। উনিশ শতকের বাংলা প্রকাশনার ইতিহাসকার সুকুমার সেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্রহ্মা বলে উল্লেখ করেছিলেন বলে রামকুমার মুখোপাধ্যায় বইয়ের ভূমিকা তে লিখেছেন। লেখক পুলক মণ্ডল নানা উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সুখপাঠক গদ্যে বাংলা প্রকাশনার এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটির কর্মকাণ্ডের নিখুঁত পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া বইটির 'প্রথম বাঙালি পুস্তক ব্যবসায়ী', 'প্রথম বাঙালি যিনি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন', 'ভারতীয় ভাষায় (বাংলা) প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশক ও সম্পাদক' অধ্যায় গুলি বহু তথ্য সমৃদ্ধ। বইটির নিখুঁত ভাষা ও শব্দ চয়ন সঠিকহলেও বইটির বানানের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত।

সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট ভাষাপথ প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ২৬০ টাকা।

মেশিন ছাড়াই বাড়িতে তৈরি করুন ক্যাফে স্টাইল ক্যাপাচিনো

ছুটির বিকেলে অলস মেজাজে ক্যাফেতে বসে এক কাপ ঘন ফেনা ওঠা ক্যাপাচিনোতে চুমুক দেওয়ার অনুভূতিই আলাদা। কিন্তু প্রতিবার ক্যাফেতে গিয়ে দামি কফি খাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবার বাড়িতে কফি বানালে ক্যাফের মতো সেই তুলতুলে সাদা ফোম বা ফেনা তৈরি করাও বেশ শক্ত মনে হয়। বেশিরভাগেরই ধারণা, বিশেষ কফি মেসিন বা ফোমার ছাড়া হয়তো ক্যাফে স্টাইল কফি বানানো সম্ভব নয়। তবে কোনও আধুনিক মেসিন ছাড়াই কেবল রান্নাঘরের একটি বোতল বা প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করেই বাড়িতে বানিয়ে নেওয়া যায় একদম নিখুঁত, ঘন ফোমের ক্যাপাচিনো। জেনে নিন সেই বিশেষ কৌশল এবং সহজে ক্যাফে স্টাইল ক্যাপাচিনো বানানোর পদ্ধতি। ক্যাপাচিনোর আসল হল এর উপরিভাগের ঘন কফির ফেনা। এটি তৈরির জন্য কোনো ব্লেন্ডার বা মেসিনের প্রয়োজন নেই।

যা যা লাগবে

ইনস্ট্যান্ট কফি পাউডার ২ চামচ, চিনি ২ চা চামচ (স্বাদমতো)ফুল ক্রিম দুধ ১ কাপ ইষৎদুষ্ণ, জল, ১ টেবিল চামচ কোকো পাউডার। এভাবে তৈরি করুন প্রথমে একটি পাত্রে ১ কাপ ফুল ক্রিম দুধ মাঝারি আঁচে গরম হতে দিন। দুধ ফুটে উঠলে একটি উইস্ক বা হাতাতা দিয়ে দুধটি সামান্য ফেটিয়ে নিন, যাতে দুধেও হালকা ফেনা তৈরি হয়। কাপে কফি ক্রিম দেওয়া: যে কাপে কফি পরিবেশন করবেন, তাতে আগে থেকে বোতলে তৈরি করে রাখা কফির ঘন মিশ্রণটির অর্ধেক অংশ ঢালুন। এবার ওপর থেকে গরম দুধটি ধীরে ধীরে কাপের ধারে ঢালতে থাকুন। কফির ওপর দুধ পড়ার সাথে সাথে সুন্দর বাদামি ও সাদা রঙের স্তর তৈরি হবে। দুধ ঢালা হয়ে গেলে, বোতলে থাকা বাকি কফির ফোমটুকু কাপের ওপর চামচ দিয়ে আলতো করে ছড়িয়ে দিন। ওপর থেকে সামান্য কোকো পাউডার বা কফি পাউডার ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ক্যাফে স্টাইলের ধোঁয়া ওঠা ক্যাপাচিনো।

খাবার কম খেয়ে সাপ্লিমেন্ট খেলেই কি পুষ্টির ঘাটতি মিটবে?

ডায়াবিটিস থেকে ক্যান্সার এমন হাজারো লাইফস্টাইল ডিজিজের পিছনে দায়ী অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া। চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, প্রত্যেকে এখন বাড়ির তৈরি খাবারের উপর জোর দিচ্ছেন। মানুষও এখন অনেক বেশি সচেতন। যে খাবারে পুষ্টি বেশি, সেটাই খাওয়ার চেষ্টা করছে মানুষ। কিন্তু অনেক সময়ে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ার পরেও শরীরে ভিটামিন-মিনারেলের ঘাটতি থেকে যায়। তখন না চাইতেও সাপ্লিমেন্টের সাহায্য নিতে হয়। তা হলে কি খাবারের বিকল্প সাপ্লিমেন্ট হতে পারে?

পুষ্টিবিদদের মতে, ফল, শাকসব্জি, বাদাম, গোটাশস্যের মতো খাবার সাপ্লিমেন্টের তুলনায় অনেক বেশি উপকারী। এতে ভিটামিন সি, আয়রন, জিঙ্কসহ নানা পুষ্টি উপাদান থাকে। শরীরে একাধিক পুষ্টির ঘাটতি মিটিয়ে দেয় খাবার। যেমন ১০০ গ্রাম আমলকিতে প্রায় ৬০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে। কী ভাবে ১০০ শতাংশ ভিটামিন সি পাওয়া যায়?

আমলকির ভিটামিন সি ৮০ মিনিট পর্যন্ত ফোটালেও নষ্ট হয় না। তাই শুকনো আমলকি খেলেও শরীরে ভিটামিন সি মেলে। তা ছাড়া এতে থাকা ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট পাচনতন্ত্র ও লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট খেলে এত রকম উপকারিতা মেলে না। কিন্তু খাবার খেলে মেলে। খাবার কি শুধুই পুষ্টির ঘাটতি মেটায়? ফল-সব্জি ইত্যাদিতে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। একাধিক রোগের ঝুঁকি কমায়। তা ছাড়া খাবার শরীরে কাজ করার এনার্জি জোগায়। ক্যান্সার, হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবিটিসের মতো একাধিক রোগের ঝুঁকি প্রতিরোধ করে। সুতরাং, খাবার না খেয়ে শুধু সাপ্লিমেন্টের ভরসায় বসে থাকা সম্ভব নয়। সাপ্লিমেন্ট শুধু নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতি মেটায়।

সাপ্লিমেন্ট কখন কাজে লাগে?

বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, মিনারেল, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন বা প্রোবায়োটিক ইত্যাদি পুষ্টির সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায়। সাপ্লিমেন্টের সাহায্যে শরীরে ওই নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতি মেটানো সম্ভব। কিন্তু সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে না সাপ্লিমেন্ট। কাদের জন্য উপকারী হতে পারে সাপ্লিমেন্ট?

সাধারণত মহিলাদের ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। কারণ বেশিরভাগ মহিলার দেহেই এই পুষ্টির ঘাটতি থাকে এবং সাধারণ খাবার খেয়ে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া কোনও শারীরিক অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য চিকিৎসকেরা মাল্টিভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন। যে সব বয়স্করা সলিড ফুড খেতে পারেন না, কিংবা বয়সের সঙ্গে যদি পুষ্টির ঘাটতি না মেটে তখনও মাল্টিভিটামিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কি সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত?

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত নয়। আপনার শরীরে কোন পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে এবং তার জন্য কত মিলিগ্রামের মাল্টিভিটামিন খাবেন, তা জানা দরকার। পরামর্শ ছাড়া সাপ্লিমেন্ট নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তা ছাড়া খাবার থেকেই যদি পুষ্টির ঘাটতি মিটে যায়, তা হলে সাপ্লিমেন্ট খাওয়ারই দরকার নেই।

সাপ্লিমেন্ট কি স্বাস্থ্যকর খাদ্যের বিকল্প হতে পারে? সাপ্লিমেন্ট কখনওই স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প নয়। যাঁরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেন না বা হজমে সমস্যা হয়, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সাপ্লিমেন্ট নিতে পারেন। অনেক সময়ে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি সাপ্লিমেন্টও নেওয়ার দরকার পড়ে। তাই সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার কথা ভাবলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কেন ফোন বা কম্পিউটারের কিবোর্ডে এ বি সি ডি পাশাপাশি লেখা থাকে

স্মার্টফোনে দ্রুত মেসেজ পাঠানো হোক কিংবা কম্পিউটারে অফিসের কাজ কিবোর্ডের ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু কিবোর্ডের দিকে তাকালে একটি সাধারণ প্রশ্ন প্রায় সবার মনেই জাগে বর্ণমালার সহজ ক্রম 'A– B– C– D' মেনে না লিখে কেন 'Q– W– E– R– T– Y' দিয়ে কিবোর্ড শুরু করা হয়? কেন ইংরেজি বর্ণগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে? কোনও ভুল বা আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো এক মেকানিক্যাল ইতিহাস এবং মানুষের অভ্যাসের অদ্ভুত বিজ্ঞান। ১৮৬৮ সালে মার্কিন উদ্ভাবক ক্রিস্টোফার ল্যাথাম শোলেস (Christopher Latham Sholes) যখন প্রথম বাণিজ্যিক টাইপরাইটার আবিষ্কার করেন, তখন এর কিবোর্ডটি ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমেই (A– B– C– D) সাজানো ছিল। কিন্তু এই লেআউটেই দেখা দেয় বিপত্তি। সেকালের টাইপরাইটারে প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে একটি করে ধাতব হাত বা 'টাইপ বার' যুক্ত থাকত। কোনও কী (Key) চাপলে সেই ধাতব বারটি গিয়ে কাগজের ওপর কালির ফিতেয় আঘাত করত এবং অক্ষরটি ছাপা হত। যখন টাইপিস্টরা পর পর দ্রুত টাইপ করতেন, তখন পাশাপাশি থাকা বর্ণগুলোর ধাতব বারগুলো একে অপরের সঙ্গে আটকে বা 'জ্যাম' হয়ে যেত। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় যেসব অক্ষর পাশাপাশি বেশি ব্যবহৃত হয় (যেমন TH– ST– ER– IN), সেগুলোর মেটাল বার বারবার জ্যাম হয়ে যন্ত্রটি অচল করে দিত। এই যান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রিস্টোফার ল্যাথাম শোলেস এবং তাঁর সহযোগীরা বেশ কয়েক বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। অবশেষে ১৮৭৩ সালে তিনি একটি নতুন কিবোর্ড লেআউট তৈরি করেন, যা আজকের বিখ্যাত 'QWERTY'।

এই লেআউটের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি: ১. বেশি ব্যবহৃত অক্ষরের জোড়াগুলোকে (যেমন T এবং H) কিবোর্ডে দূরত্বে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে তাদের ধাতব বারগুলো একসঙ্গে উঠে জ্যাম তৈরি করতে না পারে। ২. দুই হাতের আঙুলের মধ্যে কাজের ভারসাম্য তৈরি করা, যাতে টাইপিং আরও মসৃণ হয়।

পরবর্তীতে 'রেমিংটন' (Remington) কোম্পানি এই কিবোর্ড ডিজাইনটি কিনে নেয় এবং তা দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে টাইপরাইটার উৎপাদন শুরু করে। ডিজিটাল যুগেও কেন বদলালো না এই লেআউট? আজকের আধুনিক কম্পিউটার কিবোর্ড কিংবা স্মার্টফোনের টাচস্ক্রিনে কোনও ধাতব বার নেই, ফলে টাইপ করার সময় জ্যাম হওয়ারও কোনও আশঙ্কা নেই। চাইলে সহজেই আমরা এখন বর্ণমালার স্বাভাবিক ক্রমে (A– B– C– D) ফিরে যেতে পারতাম। তা সত্ত্বেও কেন কিউ ডব্লিউ ই আর টি ওয়াই-ই রয়ে গেল? এর আসল কারণ হল 'মাসল মেমোরি' বা অভ্যাস। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ, শাটল টাইপিস্ট ও পেশাদার কর্মীরা QWERTY লেআউটে টাইপ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন কম্পিউটার বা মোবাইল এল, তখন নতুন কোনও লেআউট আনলে কোটি কোটি মানুষকে নতুন করে টাইপিং শেখাতে হত, যা বাণিজ্যিকভাবে বড় ক্ষতির কারণ হত। পরবর্তীকালে টাইপিং গতি বাড়ানোর জন্য 'ডভোরাক' (Dvorak Simplified Keyboard)-এর মতো অনেক বেশি কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক কিবোর্ড লেআউট আবিষ্কার হলেও, মানুষের বহু পুরোনো এই অভ্যাসের কাছে তা হার মেনেছে। ফলে টাইপরাইটারের জ্যাম এড়াতে তৈরি হওয়া সেই ১৮৭৩ সালের নকশাই আজ আধুনিক স্মার্টফোনের টাচস্ক্রিনে, কম্পিউটারে রাজত্ব করে চলেছে।

চিয়া সিড কি খাওয়া সত্যিই ভালো

ওজন কমানো থেকে শুরু করে শরীর সুস্থ রাখা আজকাল স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের ডায়েট চার্টে 'চিয়া সিড' অন্যতম জনপ্রিয় নাম। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ছোট ছোট বীজকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডের শেষ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, চিয়া সিড কি সত্যিই সবার শরীরের জন্য উপযোগী? নাকি না বুঝে খাওয়ার ফলে তৈরি হতে পারে বড় কোনও স্বাস্থ্যঝুঁকি? পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকদের মতে, সুপারফুড হলেও চিয়া সিড সবার জন্য সমানভাবে কার্যকরী নয়। এর যেমন অনেক গুণ রয়েছে, তেমনই কিছু শারীরিক সমস্যায় এটি এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কেন খাবেন চিয়া সিড?

চিয়া সিডে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ফাইবার। জলে ভেজালে এটি বহুগুণ ফুলে জেলির মতো হয়ে যায়। ফলে এটি খেলে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে এবং অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে। এতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। রক্তে শর্করার মাত্রা এক ধাক্কায় বাড়তে দেয় না চিয়া সিড। ফলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য এটি বেশ উপকারী। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাসে ভরপুর এই বীজ হাড় মজবুত রাখতে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপস্থিতির কারণে ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে।

কারা সাবধানে খাবেন বা এড়িয়ে চলবেন?

চিয়া সিডে থাকা ওমেগা-৩ ন্যাচারাল ব্লাড থিনার হিসেবে কাজ করে। তাই যাঁরা রক্ত পাতলা রাখার ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া চিয়া সিড খেলে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। চিয়া সিড স্বাভাবিকভাবেই রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। ফলে যাঁদের আগে থেকেই লো প্রেসারের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের প্রেসার মাত্রাতিরিক্ত কমে গিয়ে মাথা ঘোরা বা দুর্বলতার সমস্যা হতে পারে। শুকনো চিয়া সিড কখনওই সরাসরি খাওয়া উচিত নয়। এটি জলের সংস্পর্শে এলেই নিজের আকারের চেয়ে প্রায় ১০-১২ গুণ জল শোষণ করে ফুলে ওঠে। খাদ্যনালীতে গিয়ে এমনটা ঘটলে শ্বাসরোধ হওয়ার মতো চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। অতিরিক্ত ফাইবার থাকার কারণে যাঁদের পেটে সহজে খাবার হজম হতে চায় না বা যাঁরা আইবিএস -এ ভুগছেন, একবারে বেশি চিয়া সিড খেলে তাঁদের পেট ফাঁপা, গ্যাস বা পেটে ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

খাওয়ার সঠিক নিয়ম কী?

চিকিৎসকদের মতে, চিয়া সিডের উপকারিতা পেতে হলে তা খাওয়ার আগে অন্তত ১৫ থেকে ৩০ মিনিট জল, দুধ, ডাবের জল বা দইয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। বীজগুলো পুরোপুরি ফুলে উঠলে তবেই তা খাওয়া নিরাপদ। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দিনে ১ থেকে ২ টেবিল চামচ চিয়া সিডই যথেষ্ট। পাশাপাশি চিয়া সিড খেলে সারাদিনে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বারবার পা ফুলে যাচ্ছে অবহেলা করলেই বিপদ

সারাদিন অফিসে একভাবে বসে ল্যাপটপে কাজ করা, মেট্রো বা বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে যাত্রা, কিংবা ছুটির দিনে একটু বেশি কেনাকাটা করার পর বাড়ি ফিরে খেয়াল করলেন পায়ের পাতাটা যেন বেশ ভার ভারী লাগছে? স্নিকার্স বা পাম্প শু-টা খুলতেই দেখলেন গোড়ালির কাছে মোজার গাঢ় দাগ বসে গিয়েছে, পা একটু ফোলা। এমন দৃশ্য আমাদের অনেকের কাছেই খুব চেনা। সাধারণত এমনটা হলে আমরা ভাবি একটু বিশ্রাম নিলেই বা রাতে ঘুমোলেই তো সব ঠিক হয়ে যাবে। অধিকাংশ সময় হয়ও তাই। কিন্তু যদি দেখেন এই ফোলা ভাব আর সহজে কমছে না? কিংবা প্রায় প্রতি বিকেলেই পা দুটো ভারী হয়ে উঠছে? তখন কিন্তু বিষয়টিকে শুধুমাত্র 'ক্লান্তি' ভেবে উড়িয়ে দেওয়া মস্ত বড় ভুল হতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'এডিমা'। এটি কেবল শারীরিক খাটাখাটুনির ফল না-ও হতে পারে, বরং আপনার শরীরের ভেতরেই অলক্ষ্যে দানা বাঁধা বড় কোনও শারীরিক সমস্যার আগাম সংকেত হতে পারে। কেন ফুলে ওঠে পায়ের পাতা? সহজ কথায়, আমাদের শরীরের নিম্নাংশে যখন রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে না এবং অতিরিক্ত তরল জমা হতে শুরু করে, তখনই এই ফোলা ভাব তৈরি হয়।

আমেরিকার স্বাস্থ্য তথ্যসংস্থা 'মেডলাইনপ্লাস' এবং 'মায়ো ক্লিনিক'-এর গবেষণা জানাচ্ছে, যখন শরীর থেকে বাড়তি জল ও সোডিয়াম স্বাভাবিক নিয়মে বেরোতে পারে না, তখন অভিকর্ষের টানে সেই তরল এসে জমা হয় পায়ের পাতা, গোড়ালি ও জঙ্ঘার টিস্যুতে।

কোনও গোপন ব্যাধি নেই তো? হৃদরোগ বা হার্ট ফেলিয়ার: হৃদযন্ত্রের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা কমে গেলে অভিকর্ষের টানে শিরায় চাপ বাড়ে এবং অতিরিক্ত তরল নিচে অর্থাৎ পায়ের পাতা ও গোড়ালিতে গিয়ে জমা হয়।

কিডনি ও লিভারের সমস্যা: কিডনি জল ও বর্জ্য ছেঁকে বের করতে না পারলে শরীরে তরল জমে। আর লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তে অ্যালবুমিন নামক প্রোটিন তৈরি বন্ধ বা কমে যায়। এই অ্যালবুমিন রক্তনালীর ভেতরে তরলকে ধরে রাখতে সাহায্য করে; এর অভাব হলে তরল নালী থেকে বেরিয়ে টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে পা ফুলিয়ে দেয়।

শিরার দুর্বলতা ও DVT: পায়ের শিরায় রক্ত জমাট বাঁধার ঘটনাকে ডাক্তারি ভাষায় ডিভিটি বলা হয়। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এই রক্তখণ্ডটি ছুটে গিয়ে ফুসফুস বা হৃদযন্ত্রে আটকে যেতে পারে। একটি পা হঠাৎ লাল হয়ে ফুলে যাওয়া ও তীব্র যন্ত্রণা হওয়া এর অন্যতম প্রধান লক্ষণ। তবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সামান্য কিছু পরিবর্তন আনলে এই সমস্যায় খানিকটা স্বস্তি মিলতে পারে। একটানা এক জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে না থেকে প্রতি আধা ঘণ্টা পর অন্তত দু'মিনিট একটু হেঁটে আসুন। বাড়িতে বিশ্রামের সময় বা ঘুমানোর সময় পায়ের নিচে একটা বা দুটো বালিশ দিয়ে পা সামান্য উঁচুতে রাখুন। এতে রক্ত সঞ্চালন সহজ হয়। পাশাপাশি পাতে কাঁচা লবণের ব্যবহার কমান এবং নিয়ম করে পর্যাপ্ত জল খান। তবে ফোলাভাবের সঙ্গে যদি হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বা বুকে ব্যথা শুরু হয়, তবে সময় নষ্ট না করে দ্রুত হাসপাতালে যোগাযোগ করা উচিত।

দিনে কতটা নুন নিরাপদ

হাই ব্লাড প্রেশার এই নামটা শুনলেই সবার আগে মাথায় আসে নুন কমানোর কথা। কিন্তু কেন? কেউ বলেন নুন খাওয়া একদম ছেড়ে দিতে, আবার কেউ বলেন অল্প খাওয়া যায়। কোনটা ঠিক? এই নিয়ে পাড়ায় বা চায়ের আড্ডায় অনেক তর্ক হয়। প্রেশারের রোগীদের রোজ ঠিক কতটা নুন খাওয়া উচিত। কী বলছে গবেষণা?

কী বলছে বিজ্ঞান আর গবেষণা? নুন আর প্রেশারের সম্পর্ক নিয়ে বিশ্ব জুড়ে চিকিৎসকরা বহু বছর ধরে গবেষণা করেছেন। 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'- এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের দিনে ২,৩০০ মিলিগ্রামের বেশি সোডিয়াম খাওয়া উচিত নয়। হাই ব্লাড প্রেশার থাকলে আদর্শ লক্ষ্য হিসেবে দিনে ১,৫০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম বা তার কম রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। হিসেব করলে দাঁড়ায়, ১,৫০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম প্রায় ৩.৮ গ্রামের মতো নুনের সমান। এক চা-চামচ নুনে প্রায় ২,৩০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাকে। অর্থাৎ, প্রেশার থাকলে সারা দিনে নুনের পরিমাণ কমিয়ে আনা জরুরি।

নুন কীভাবে শত্রু হয়ে ওঠে?

বিজ্ঞানের ভাষায়, নুনের মধ্যে থাকে সোডিয়াম। শরীরে সোডিয়াম বেশি হয়ে গেলে, তা অনেকটা জল আটকে রাখে। শরীরে জলের পরিমাণ বাড়লে রক্তের পরিমাণও বাড়তে পারে, ফলে রক্তনালীর ওপর চাপ পড়ে এবং ব্লাড প্রেশার বেড়ে যেতে পারে। লুকিয়ে থাকা বিপদ থেকে সাবধান! অনেকেই ভাবেন, ভাতের পাতে কাঁচা নুন না খেলেই বুঝি কোনও সমস্যা হবে না! কিন্তু আসল বিপদ লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশিকা ও গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্যাকেটজাত খাবার, চিপস, চানাচুর, ইনস্ট্যান্ট নুডলস বা আচারে প্রচুর সোডিয়াম থাকতে পারে। এইগুলো খেলে অজান্তেই শরীরে অনেকটা নুন ঢুকে যায়। দীর্ঘদিন ধরে এই অভ্যাসের ফলে প্রেশার বাড়তে পারে, সঙ্গে হার্ট আর কিডনির ক্ষতির ঝুঁকিও বাড়তে পারে। তাই সুস্থ থাকতে হলে আজ থেকেই সাবধান হতে হবে। বাজার থেকে কোনও প্যাকেটজাত খাবার কেনার আগে প্যাকেটের গায়ে লেখা সোডিয়ামের পরিমাণ অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। আর আপনার শরীরের জন্য ঠিক কতটা নুন নিরাপদ জানার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

জাতীয় পতাকার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহীদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি বর্তমানে দেশে একটা বৃহৎ জনআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে দেশব্যাপী হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই কর্মসূচি দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম এবং জাতীয় গৌরবের এক গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। দেশ ভক্তির ভাবনাকে সুদৃঢ় করতে সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আজ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে হর ঘর তিরঙ্গা র্যালির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। র্যালিটি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এসে শেষ হয়। সেখানে তিরঙ্গা প্রদর্শনী ও তিরঙ্গা কনসার্ট এর আয়োজন করা হয়।

তিরঙ্গা র্যালির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের জাতীয় পতাকা শুধুমাত্র একটি কাপড়ের টুকরো বা রঙ এর সমন্বয় নয়। তিরঙ্গা আমাদের স্বাধীনতা, শক্তি, শান্তি ও অগ্রগতির প্রতীক। তিরঙ্গার গেরুয়া রঙ ত্যাগের প্রতীক, সাদা রঙ সত্য এবং সবুজ রঙ উন্নতির প্রতীক। জাতীয় পতাকার কেন্দ্রে থাকা অশোক চক্র আমাদের সর্বদা এগিয়ে চলার বার্তা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহীদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস। আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবছর হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির পঞ্চম সংস্করণ ৯ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে তিরঙ্গা র্যালি, তিরঙ্গা প্রদর্শনী, তিরঙ্গা কনসার্ট, জেলা, ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে বাইক ও সাইকেল র্যালি, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত আলোকসজ্জা, রঙ্গোলী প্রতিযোগিতা, তিরঙ্গার সঙ্গে সেলফি ইত্যাদি।

ভারতের রাষ্ট্রীয় গীত বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবারের এই কর্মসূচিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষকে এই জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে প্রমুখ। র্যালিতে মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য অতিথিগণ এবং ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। র্যালির শেষে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত তিরঙ্গা প্রদর্শনী মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগ ঘুরে দেখেন এবং তিরঙ্গা কনসার্ট অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

গোমতী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অস্মিতা দে-কে সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ আগস্ট: গোমতী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভারতের প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় স্বর্ণপদকজয়ী অস্মিতা দে-কে আন্তরিক সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। গোমতী জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা রিঙ্কু লাথের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসনের সকল আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ অস্মিতা দে-কে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত করেন।তাঁর নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাফল্য গোমতী জেলা তথা সমগ্র ত্রিপুরার যুবসমাজের কাছে এক অনন্য অনুপ্রেরণা।

তাঁর এই গৌরবময় অর্জনে আমরা সকলেই গর্বিত।আজ বিকাল বেলা উদয়পুর ডাকবাংলোর কনফারেন্স হলে ভিড়ে ঠাসা এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অস্মিতাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য সিনিয়র ডেপুটি চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ,গোমতী জেলা যুবও ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক ,শারীর শিক্ষক সহ জেলার সমস্ত আধিকারিকরা এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা সভায় পুষ্পস্তবক এবং মেমেন্টো দিয়ে অস্মিতাকে সংবর্ধিত করেন জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাটের সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। শেষে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণ জয়ী অস্মিতা তার সাফল্যের চাবিকাঠি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন।অস্মিতা দে-কে আন্তরিক অভিনন্দন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সবাই শুভকামনা করেন।

তুলাশিখরে এইডস বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় ও ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আজ তুলাশিখর ব্লকের সীতেশ স্মৃতি কমিউনিটি হলে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলাভিত্তিক এইডস বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক রজত পন্থ।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রতিনিধি অনিশ দাস, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের ডা. রাজেশ্বর দাস। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য। উদ্বোধক হিসেবে জেলাশাসক শ্রী পন্থ বলেন, বর্তমান যুবসমাজ দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যত। রোগমুক্ত সমাজ গঠনের পাশাপাশি ভবিষ্যত প্রজন্মকে এইচআইভি রোগ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে অভিভাবক সহ সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. পদ্মরাম জমাতিয়া।

সিপাহিজলায় 'বার্তা' কর্মসূচি, নেশামুক্ত ভারত ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণে সচেতনতার বার্তা

চড়িলাম, ১২ আগস্ট: ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, আগরতলার উদ্যোগে বুধবার সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক ও কালেক্টরের কার্যালয়ে 'বার্তা' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে 'নেশামুক্ত ভারত', জনগণনা এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণে 'ক্যাচ দ্য রেইন' অভিযান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিশিষ্ট অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও কালেক্টর সুভাষ দত্ত, ডেপুটি কালেক্টর দিব্যশ্রী দাশগুপ্ত, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধিকর্তা দেবাশিস লোধ এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের অধীন উদয়পুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অয়ন সাহা।

অনুষ্ঠানে সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও কালেক্টর সুভাষ দত্ত পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে জনগণনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। জনগণনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন তিনি। 'ক্যাচ দ্য রেইন' অভিযান প্রসঙ্গে সুভাষ দত্ত ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বৃষ্টির জল অবাধে বয়ে যাওয়ার সময় উর্বর মাটিও ক্ষয় করে নিয়ে যায়। তাই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। বাড়ির ছাদ থেকে পাইপের মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে তা ভূগর্ভস্থ জলস্তর পুনর্ভরণের জন্য নির্দিষ্ট গর্ত বা কাঠামোর মাধ্যমে মাটির নিচে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু এলাকায় এ ধরনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ডেপুটি কালেক্টর দিব্যশ্রী দাশগুপ্ত জনগণনার গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি জনগণনা পরিচালনার সময় বিভিন্ন সাধারণ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেন। সেই সমস্যাগুলি কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা করেন তিনি।

'নেশামুক্ত ভারত' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধিকর্তা দেবাশিস লোধ বলেন, "নেশামুক্ত ভারত কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।" তিনি জানান, ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাকার থেকে মাদকমুক্ত ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

মাদকমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশ কতটা এগিয়েছে এবং প্রকৃত অর্থে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে কি না, তা নিয়ে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন দেবাশিস লোধ। মাদকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধকার থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সম্মিলিত সামাজিক উদ্যোগের আহ্বান জানান তিনি।

অন্যদিকে, 'ক্যাচ দ্য রেইন' অভিযানের গুরুত্ব তুলে ধরে ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের অধীন উদয়পুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অয়ন সাহা বলেন, বিশ্বজুড়ে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টিপাত হলেও তার তুলনামূলকভাবে সামান্য অংশ স্থলভাগে পৌঁছায়। পুকুর, জলাশয় এবং বিভিন্ন জল সংরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বৃষ্টির জলের অন্তত একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভূগর্ভে পৌঁছে দেওয়া গেলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর পুনর্ভরণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় নিয়ে আয়োজিত এই 'বার্তা' কর্মসূচিতে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নেশামুক্ত সমাজ গঠন, সঠিকভাবে জনগণনা পরিচালনা এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলিতে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

নেশামুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে বিলোনিয়ায় শপথ গ্রহণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ আগস্ট: নেশামুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে বিলোনিয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের উদ্যোগে বিশেষ শপথ গ্রহণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার সকাল ১০টায় কলেজের মাঠে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মোট ৭৭১ জন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী অংশ নেন। নেশামুক্ত সমাজ ও সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলেই নেশা থেকে দূরে থাকার এবং অন্যদেরও সচেতন করার অঙ্গীকার করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল কলেজের অভ্যন্তরীণ গুণমান নির্ণায়ক শাখা, জাতীয় সেবা প্রকল্প, জাতীয় ক্যাডেট কোর এবং শরীর শিক্ষা বিভাগ। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সম্মিলিত উদ্যোগ ও সহযোগিতায় কর্মসূচিটি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে অভিজিৎ চৌধুরী শপথ বাক্য পাঠ করান। তাঁর নেতৃত্বে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীরা নেশামুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করেন।

শপথের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেরা নেশামুক্ত থাকার পাশাপাশি পরিবার, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজের অন্যান্য মানুষকে নেশার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার সংকল্প গ্রহণ করেন। বিশেষ করে যুবসমাজকে নেশার করালগ্রাস থেকে দূরে রেখে তাঁদের সৃজনশীল, দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। বক্তারা বলেন, নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে যুবসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি নেশামুক্ত যুবসমাজই সুস্থ সমাজ এবং শক্তিশালী দেশ গঠনের অন্যতম ভিত্তি। সেই লক্ষ্যেই কলেজের এই উদ্যোগ বলে জানান তাঁরা। কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কর্মসূচিটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত শপথের মধ্য দিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের দৃঢ় বার্তা উঠে আসে।

বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি ব্রিকস দেশগুলি: নির্মলা সীতারামন

জয়পুর, ১২ আগস্ট (আইএএনএস): ব্রিকস-এর সদস্য দেশগুলির অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলেও বৃহৎ পরিসরে বেসরকারি পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশগুলি একই ধরনের কাঠামোগত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বুধবার তিনি বলেন, শুধু পুঁজির জোগান থাকলেই হবে না, দীর্ঘমেয়াদি বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য আস্থা, স্থিতিশীলতা, পূর্বানুমানযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্য দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো তৈরি করা জরুরি।

ভারতের সভাপতিত্বে আয়োজিত ব্রিকস অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের বৈঠকের ফাঁকে 'সদস্য দেশগুলিতে বেসরকারি পুঁজি সংগ্রহে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে মূল বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন সীতারামন।

তিনি বলেন, বৃহৎ পরিসরে বেসরকারি পুঁজি সংগ্রহের জন্য বিনিয়োগের ঝুঁকি কমানো, প্রকল্পগুলিকে আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতের উন্নয়নমূলক অর্থায়ন নির্ভর করবে অংশীদারিত্বের উপর। বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সরকার এবং বেসরকারি ক্ষেত্রপ্রত্যেকেরই নিজস্ব দক্ষতা ও শক্তি রয়েছে এবং সমন্বিতভাবে তা কাজে লাগানো প্রয়োজন।

ভারতের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে সীতারামন বলেন, ধারাবাহিক সরকারি মূলধনী ব্যয় এবং পরিপূরক কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে দেশের পরিকাঠামো ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এক দশক আগের তুলনায় সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর, লজিস্টিক ব্যবস্থা, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং জ্বালানি নেটওয়ার্কের মতো ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল জাতীয় সম্পদ তৈরির লক্ষ্যেই এই বিনিয়োগ করা হয়েছে।

তাঁর মতে, সরকারি মূলধনী বিনিয়োগের কাজ হওয়া উচিত অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা, বেসরকারি বিনিয়োগের বিকল্প হয়ে ওঠা নয়। এই নীতির ভিত্তিতে সরকার একাধিক সংস্কার করেছে। আর্থিকভাবে কঠিন হলেও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিকে সহায়তা করতে 'ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং', সড়ক পরিকাঠামোয় ঝুঁকির ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টনের জন্য 'হাইব্রিড অ্যানুইটি মডেল' এবং প্রকল্পগুলিকে বিনিয়োগযোগ্য করে তুলতে ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট ব্যবস্থার মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টস' গঠনের ফলে মূলধন পুনর্ব্যবহার এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে একাধিক নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এর মধ্যে নতুন ডেডিকেটেড রেল ফ্রেট করিডর, নতুন হাই-স্পিড রেল করিডর, নতুন জাতীয় জলপথের কার্যকর ব্যবহার এবং উপকূলীয় পণ্য পরিবহণে উৎসাহ দেওয়ার প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

এর আগে স্বাগত বক্তব্যে অর্থনৈতিক বিষয়ক দফতরের সচিব অনুরাধা ঠাকুর বলেন, শুধুমাত্র অনুকূল পরিস্থিতির উপর পুঁজি সংগ্রহ নির্ভর করতে পারে না। এর জন্য দীর্ঘস্থায়ী ও বিশ্বাসযোগ্য কাঠামো প্রয়োজন। এই ধরনের কাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক সহযোগিতা দীর্ঘমেয়াদি সুফল দিতে পারে।

সেমিনারে ব্রিকস সদস্য দেশগুলির শীর্ষ নীতিনির্ধারক, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। পরে ব্রিকস দেশগুলির প্রতিনিধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং শিক্ষা জগতের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিস্তারিত প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT- 10/EE/ RD/DMN/DIV/2026-27. Dt.11/08/2026

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on two bid system from the eligible bidders up to 4:00 PM on 18/08/2026 for 06 (Six) no works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at phone no. 9862984064 (M)/ email id-eerddmndiv@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 1563/26

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division

মুর্শিদাবাদে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ গ্রেফতার ২

কলকাতা, ১২ আগস্ট (আইএএনএস): যৌথ অভিযান চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, ম্যাগাজিন ও কার্তুজ-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার পুলিশ এ কথা জানিয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের নাম খালেক শেখ ও সুরজ মণ্ডল। দু'জনই পাশের মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে পাঁচটি ৭ এমএম পিস্তল, ১০টি খালি ম্যাগাজিন এবং ৭ এমএম বোরের ৩৫টি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট সচিন মাক্কার জানান, ধৃত দু'জন মূলত অস্ত্র সরবরাহের কাজ করত। মঙ্গলবার গভীর রাতে অস্ত্রের হাতবদলের চেষ্টা করার সময় পুলিশ তাঁদের ধরে ফেলে।

তিনি বলেন, "ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে অস্ত্র পাচার চক্রের মূল মাথাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। মুর্শিদাবাদে কার কাছে এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি পৌঁছনোর কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তদন্ত করা হচ্ছে।"

বুধবার ধৃতদের বহরমপুর জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা জানিয়েছে, তারা ধুলিয়ান ফেরিঘাট দিয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকেছিল। সেখান থেকে নিমতিতা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে আজিমগঞ্জে পৌঁছয় এবং ফের গঙ্গা পার করে। এদিকে, কয়েক মাসের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হওয়ার কথা। পুলিশের একাংশের সন্দেহ, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি রেজিনগরে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। অন্য একটি সূত্রের দাবি, অস্ত্রগুলি জিয়াগঞ্জে মজুত করে পরে বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল।

জেলা পুলিশের সূত্রের দাবি, একাধিকবার বিহারের মুঙ্গের থেকে ফারাক্কা, উমরপুর এবং সামশেরগঞ্জ করিডর হয়ে কম দামের আগ্নেয়াস্ত্র মুর্শিদাবাদে ঢুকেছে। পরে সেই অস্ত্র মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কিছু অস্ত্র সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশেও পাচার করা হয় বলে সূত্রের দাবি।

'আমি অধিনায়ক', বাবরকে নেতা মানতে নারাজ আফ্রিদি! বিশ্বকাপ নিয়ে এখনই পাকিস্তানে ধুন্ধুমার

কিছুদিন আগেই পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন বাবর আজম। এবার কি ওয়ানডে অধিনায়কও করা হবে? আগামী বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ। মনে করা হচ্ছে, সেখানে নেতৃত্ব দিতে পারেন বাবর। কিন্তু তার আগে মহা বিতর্ক পাক ক্রিকেটে। বর্তমান অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি ফুঁসে উঠলেন বাবরের অধিনায়ক হওয়ার গুঞ্জনে। বিশ্বকাপের ১৮ মাস আগেই বড়সড় গন্ডগোল পাকিস্তানে।

প্রায় বছর তিনেক বাদে পাকিস্তান টেস্ট দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাবরকে।

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR
UNAKOTI DISTRICT, KAILASHAHAR

Invitation

Sir/Madam,

It gives us immense pleasure to invite you to the Ceremonial Inauguration and Laying of Foundation Stone of Development Projects under Unakoti District on **13th August, 2026 at 11.30 AM** at **Dalugaon H.S. School Ground**, Dalugaon, Kailashahar, Unakoti District.

The following dignitaries have given kind consent to grace the occasion:

Inaugurator & Chief Guest : **Prof. (Dr.) Manik Saha**
Hon'ble Chief Minister, Government of Tripura.

Special Guests : **Shri Tinku Roy**
Hon'ble Minister for SW & SE, Youth Affairs & Sports etc. Departments, Government of Tripura.
: **Shri Kiran Gitte, IAS**
Secretary to the Hon'ble Chief Minister, PWD, Health etc. Departments, Government of Tripura.
: **Shri Tapan Kr. Das, IAS**
Special Secretary, SW & SE Department, Government of Tripura.

Guests of Honour : **Smt. Chapala Rani Debroy**
Chairperson, Kailashahar Municipal Council.
: **Moboshar Ali**
Chairman, Tripura State Waqf Board.
: **Shri Bimal Kar**
Member, Unakoti Zilla Parishad.
: **Shri Rishabh, IPS**
Superintendent of Police, Unakoti, Tripura.

President : **Shri Amalendu Das**
Hon'ble Sabhadhipati, Unakoti Zilla Parishad.

On this auspicious occasion your gracious presence is highly solicited.

ICA/D-770/26-27

Ms. Megha Jain, IAS
District Magistrate & Collector
Unakoti District, Kailashahar

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/34/2026-27 dated: 11/08/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Authorized service provider / OEM (Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies/System Integrator) registered for online bidding system for the following work through e-procurement portal:

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	EE-IED/AGT/71/2026-27	₹ 4,71,891.00	₹ 9,438.00	365 (three six five) days
2	EE-IED/AGT/72/2026-27	₹ 1,96,760.00	₹ 3,935.00	365 (three six five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 21/08/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 21/08/2026, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1571/26

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH) Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 9436925870

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE-JRN/PWD/2026-27 Dated: 11-08-2026

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway up to 3.00 P.M. on 18-08-2026 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 30/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2026-27	Rs 24,20,266.00	Rs 48,405.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 31/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2026-27	Rs24,20,409.00	Rs 48,408.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 32/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2026-27	Rs 23,71,493.00	Rs 47,430.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 33/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2026-27	Rs 23,97,728.00	Rs 47,955.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 34/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2026-27	Rs 24,16,339.00	Rs 48,327.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 37/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2026-27	Rs 23,16,236.00	Rs 46,325.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 38/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2026-27	Rs 18,36,934.00	Rs 36,739.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 12-08-2026 to 18-08-2026.
Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 18-08-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 18-08-2026 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 1,000.00 (Rupees One Thousand) Only each, Non refundable
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C-1575/26

For and on behalf of the Governor of Tripura
ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura eejirania@gmail.com

সাব্রুম এমএমডি কলেজে এইডস বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১২ আগস্ট: আজ সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে, ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটি ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় আন্তর্জাতিক যুব দিবসকে সামনে রেখে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির অয়োজন করা হয়।

এইচআইভি সংক্রমণের কারণে বিশ্বব্যাপী এইডস মহামারী সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে আজকের এই উদ্যোগ। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ড: সৌমিক হাজরা, হরিণা, সাব্রুম, ভোলান্টারি সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ভিএসডিও)-র প্রোজেক্ট অফিসার কৃষ্ণ মজুমদার, একাউন্টটেন্ট সুকান্ত চৌধুরীসহ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে কলেজ এনএসএস-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলে এইডস সচেতনতামূলক লিফলেট বিলি করা হয়, পাশাপাশি, নিজে ও অন্যকে সচেতন করতে অহ্বান করা হয়।

এই প্রচারাভিযানের মূল লক্ষ্য হল তরুণ প্রজন্মকে এইচআইভি-এইডস-র প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা এবং সুস্থ জীবনযাপন গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা। উপস্থিত ড: হাজরা রাজ্য সরকারের প্রকাশিত পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন

রাজ্যে প্রতি মাসে ১২০ জন বা তারও বেশী এইচআইভি-তে সংক্রামিত হচ্ছে। গত ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে মোট পাঁচ হাজারের বেশি এইডস ও এইচআইভি আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১০০০ এরও বেশি। এইডস-এ আক্রান্ত রয়েছেন সমকামীরাও। অবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

তিনি সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথাও তুলে ধরেন। অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন বর্তমানে এইডসের পাশাপাশি শিরাপথে ড্রাগ ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইডস সংক্রমণের হারও বেড়ে চলেছে। ড্রাগ পাচার ও তার ব্যবহার প্রতিরোধের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধেও সংঙ্গবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে আবেদন করেন। সাম্প্রতিক কালে সরকারি স্তরে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।ভিএসডিও-র সদস্যরা ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন হওয়ার আবেদন করেন ও ওদের এইচআইভি-এইডস সংক্রান্ত চাক্ষুস অভিজ্ঞতা ও পরিবারের দুরবস্থার কথা ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে কলেজ শিক্ষক সংসদের সম্পাদক ড. তপন শীল, সকলকে ধন্যবাদ জানান ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন ও সর্তক হওয়ার আবেদন করেন।

কুমারঘাটে মহকুমাভিত্তিক বনমহোৎসব উদযাপন, বৃক্ষরোপণের বার্তা

কুমারঘাট, ১২ আগস্ট: নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কুমারঘাট মহকুমাভিত্তিক বনমহোৎসব ২০২৬ উদযাপিত হল। বুধবার কুমারঘাটের আশ্রমপালী রেঞ্জ অফিসের নগরবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বন সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা তুলে ধরেন উপস্থিত অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, উনকোটি জেলার বন আধিকারিক অভিজিৎ দে, কুমারঘাট মহকুমা বন আধিকারিক অমিত দত্ত, বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কানু মালাকার, উপপ্রধান জয়শ্রী পাল এবং আশ্রমপালী রেঞ্জ অফিসার ঝুমুর চন্দ্রসহ অন্যান্যরা। এদিন বৃক্ষরোপণ এবং চারাগাছে জল দিয়ে বনমহোৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস। পরে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা বন সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, "একটি গাছ, একটি প্রাণ।" বক্তারা বলেন, বন ধ্বংসের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি বন দপ্তরের বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলে জানান তাঁরা। গাছ মানুষের জীবনে অক্সিজেনসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বেশি করে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি লাগানো গাছগুলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বনমহোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে অংশ নেওয়া মোট ১৬ জন প্রতিযোগীর হাতে ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসলেন বিলোনিয়ার সোনার মেয়ে অস্মিতা দেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ আগস্ট: কমনওয়েলথ গেমসে জুডোর ৪৮ কেজি বিভাগে ভারতের হয়ে সোনা জিতে দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরা ও দক্ষিণ জেলার নাম উজ্জ্বল করা অস্মিতা দে-কে ঘিরে বুধবার উৎসবের আবহ তৈরি হয় বিলোনিয়ায়। নিজের মাতৃভূমিতে ফিরতেই অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও সংবর্ধনায় ভেসে গেলেন বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখ ব্লকের দক্ষিণ সোনাইছড়ির এই কৃতী কন্যা।

বুধবার বিকেল আনুমানিক ৫টা নাগাদ বিলোনিয়ার তবলা চৌমুহনীতে পৌঁছান অস্মিতা। সেখান থেকে হুডখোলা গাড়িতে করে তাঁকে নিয়ে শুরু হয় বর্ণাঢ্য যাত্রা। বিলোনিয়া শহরের প্রধান সড়ক ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। কেউ ফুলের মালা পরিয়ে দেন, কেউ করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানান। প্রিয় কন্যাকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

মনুরমুখ, তবলা চৌমুহনী, গ্যারেজটিলা, বনকর, বিদ্যাপীঠ চৌমুহনী, হাসপাতাল রোড, এক নম্বরটিলা, রাজীব কর্নার, নতুন মোটরস্ট্যান্ড হয়ে জাতীয় সড়ক ধরে সোনাইছড়ির উদ্দেশে এগিয়ে যায় অস্মিতার সংবর্ধনা যাত্রা।

সোনাইছড়িতে পৌঁছাতেই বিভিন্ন সংগঠন ও শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ছোটবেলার বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে এলাকার অসংখ্য মানুষ প্রিয় কন্যাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিলেন। দীর্ঘদিন পর নিজের এলাকায় ফিরে মানুষের ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে পড়েন অস্মিতাও।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অস্মিতা বলেন, মনের একাগ্রতা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে নিজেকে তৈরি করা সম্ভব। তবে সাফল্যের জন্য সকলের সহযোগিতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর নিজের শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে যান অস্মিতা। যে উঠোনে ছোটবেলায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ে উঠেছেন, সেই বাড়িতে কিছুটা সময় কাটান তিনি। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করে আবেগঘন মুহূর্ত কাটান দেশের সোনার মেয়ে।

এরপর সোনাইছড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন অস্মিতা। সেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। মানুষের ভালোবাসা ও উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন অস্মিতা।

উল্লেখ্য, গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে জুডোর ৪৮ কেজি বিভাগে সোনা জিতে দেশের জন্য ঐতিহাসিক সাফল্য এনে দিয়েছেন অস্মিতা দে। তাঁর এই কৃতিত্বে গর্বিত ত্রিপুরা তথা দক্ষিণ জেলার মানুষ। সংবর্ধনা পর্ব শেষে নিজের জন্মভূমি দক্ষিণ সোনাইছড়ির বাড়িতে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসের উদ্দেশে রওনা দেন অস্মিতা। সেখানে রাতযাপন করবেন তিনি।

আগামীকাল কৈলাসহরে বিভিন্ন প্রকল্পের

● আটের পাতার পর করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব এবং পূর্ত, স্বাস্থ্য ইত্যাদি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রাণী দেবরায়, ত্রিপুরা স্টেট ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মবস্বর আলী, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর এবং ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার ঋষভ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস।

স্মার্ট মিটার বাতিল

● আটের পাতার পর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, স্মার্ট মিটার স্থাপনের আগে ও পরে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ, বিলের পার্থক্য এবং মিটার রিডিংয়ের নির্ভুলতা প্রকাশ্যে যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করারও দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের এসসি বিভাগের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস এবং সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়েও সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন প্রবীর চক্রবর্তী।

দুর্ঘটনায় আহত বৃদ্ধ

● আটের পাতার পর বারেক। তাঁর পায়ে গুরুতর চোট লাগে এবং ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠার পর তিনি ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

ঘটনাটি দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা রক্তাক্ত অবস্থায় আব্দুল বারেককে উদ্ধার করে সেতুর পাশের একটি দোকানে নিয়ে যান। সেখানে মাথায় জল ঢেলে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তাঁর জ্ঞান ফেরানো সম্ভব হয়।

ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, সেতুটির বেহাল অবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সতর্ক করা হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি।

এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "আমরা বারবার সতর্ক করেছিলাম। যেকোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু বিধায়ক কিংবা প্রশাসনকারও কাছেই আমাদের কথা পৌঁছয়নি। আজ আব্দুল বারেক বাবুর সঙ্গে যা ঘটল, কাল কোনও ছোট শিশুর সঙ্গেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে।"

স্থানীয়দের দাবি, তেল কাজলা ঝুলন্ত সেতুটি বহু মানুষের যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই আর কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটার আগে অবিলম্বে সেতুটির সংস্কার করতে হবে। একই সঙ্গে সেতুটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ঘটনার পর প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের দাবি উপেক্ষা করার কারণেই আজ সাধারণ মানুষকে এমন দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হচ্ছে। এখন দ্রুত সেতুটি সংস্কারে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

সব প্রশ্নের জবাব

● প্রথম পাতার পর তিনিও সংসদে এই বিষয়ে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন বিরোধীরাই আলোচনা হতে দিতে চাইছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি সংসদে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁরা আলোচনা চান না। এখন জনগণকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কে পালিয়ে যাচ্ছে।'

আলোচনার জন্য একটি সময়সীমার প্রস্তাবও দেন শাহ। তিনি বলেন, বুধবার দুপুর ২টার মধ্যে বিরোধীরা যদি স্পিকারকে চিঠি দেয়, তাহলে বুধবার বিকেল ৩টে থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত আলোচনা চালাতে সরকার প্রস্তুত।

তিনি জানান, সংসদের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলতে দেওয়া হলে এবং আলোচনা শুরু হলে বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার মধ্যে বিরোধীদের তোলা প্রতিটি বিষয়ের জবাব দেবেন তিনি।

শাহ বলেন, 'আমি সংসদে বসব, সবার কথা শুনব এবং প্রতিটি বিষয়ে জবাব দেব। সরকারের কিছুই লুকোনোর নেই। এমনকি কেন তাঁরা আলোচনা হতে দিতে চাননি, সেটিও আমি আলোচনা করব।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত বলেও দাবি করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে তার জন্য সংসদের কাজ চলতে দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি স্পষ্ট করেন।

ছাত্রদের প্রতিবাদ এবং পুলিশের পদক্ষেপের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে শুধু সংক্ষিপ্ত বিবৃতি বা জবাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন শাহ। তাঁর মতে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে সংসদে বিস্তারিত ও গঠনমূলক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বিরোধীদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনায় বসতে সরকার প্রস্তুত রয়েছে বলে ফের জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, সেই আলোচনা সম্ভব করতে হলে প্রথমে সংসদের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলতে দিতে হবে।

বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহারের

● প্রথম পাতার পর দুই পাশে আটকে পড়ে বহু যানবাহন। এর ফলে চরম দুর্ভোগের শিকার হন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়। দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে থাকায় অনেক পড়ুয়া সময়মতো স্কুলে পৌঁছাতে পারেনি বলে জানা গেছে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে। পাশাপাশি ভুল বা অস্বাভাবিক বিল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করে গ্রাহকদের স্বস্তি দেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা।

বিদ্যুৎ বিল নিয়ে গ্রাহকদের এই ক্ষোভের দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ।

বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণের

● প্রথম পাতার পর তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, যে সংস্থাগুলি মিটার তৈরি ও স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরই মিটারের কার্যকারিতা ও ত্রুটির জন্য জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত।

বিদ্যুতের মাশুল প্রসঙ্গেও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন বামফ্রন্ট আহ্বায়ক। তাঁর দাবি, গৃহস্থালি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াটে ৭০ টাকা নির্দিষ্ট চার্জ নেওয়া হচ্ছে এবং ন্যূনতম তিন কিলোওয়াট লোড ধরা হচ্ছে। এর সঙ্গে বিভিন্ন অতিরিক্ত চার্জ, ফুয়েল চার্জ এবং মিটার সংক্রান্ত খরচ যুক্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষের উপর বিদ্যুতের ব্যয়ের চাপ আরও বাড়ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিন ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মানিক দে। তাঁর দাবি, সংস্থাটির ক্ষতির পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ১,২০০ থেকে ১,৪০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। রাজ্যের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়া, বিদ্যুৎ চুরি, ত্রুটিপূর্ণ মিটার এবং বকেয়া অর্থ আদায়ে ব্যর্থতাকেই এর অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। গোমতী, রুখিয়া ও ডুম্বুরের মতো বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলেও দাবি করেন তিনি। এর ফলে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কেনার উপর রাজ্যের নির্ভরতা বাড়ছে বলে অভিযোগ তাঁর।

মানিক দে আরও সতর্ক করে বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বেসরকারিকরণ ক্রমশ বাড়তে থাকলে ভবিষ্যতে রাজ্যের নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত এর আর্থিক বোঝা সাধারণ গ্রাহকদের উপরই গিয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। স্মার্ট মিটার ও বিদ্যুতের বিল নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির পাশাপাশি গোটা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানান প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী।

সরকারি চাকরিতে

● প্রথম পাতার পর মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ও টিআইটি থেকে নির্দিষ্ট গ্রেডে পাশ থাকতে হবে। পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীন আর কে নগরে অবস্থিত ভেটেরিনারি সায়েন্স কলেজের ফেকাল্টির ৫৭ টি শূন্য পদ পিআরটিসির মাধ্যমে পূরণ করা হবে । এই পদগুলোর মধ্যে অধ্যাপকের ১৭ টি পদ, এসোসিয়েট প্রফেসরের ২০ টি এবং এসিস্টেন্ট প্রফেসরের ২০ টি পদ রয়েছে। এছাড়া , ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে পূর্ত দপ্তরের অধীন সিভিল, ম্যাকানিক্যাল ও ইলেকট্রিকেলে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে ৩১০ জনকে নিয়োগ করা হবে। ডিগ্রি অর্জনকারী গ্রেড ফাইভ "এ" ক্যাটাগরিতে ১৯৫ টি পদ এবং ডিপ্লোমা অর্জনকারী গ্রেড ফাইভ 'বি' ক্যাটাগরিতে ১১৫ টি পদ রয়েছে যা , পিআরটিসির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। পরিবহন ,পর্যটন ও খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, মন্ত্রিসভায় সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের পলিটিক্যাল বিভাগের অধীন রাজ্যে বসবাসরত প্রাক্তন সৈনিক ও তাদের পরিবারের জন্য রাজ্য সরকারের প্রদেয় বিভিন্ন ভাতা ও অনুদানের পরিমান বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হযেছে। প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য আগরতলায় সৈনিক বিশ্রামাগারের সংস্কারের জন্য এক কালীন ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। প্রাক্তন সৈনিকদের বিধবা মহিলার এক কন্যাকে পড়াশোনার জন্য যে ল্যাপটপ দেওয়া হয় , এর জন্য যোগ্যতামান ন্যূনতম ৮০ শতাংশ মারকস (নম্বর) থেকে কমিয়ে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অধীন রাজ্যে আরো ৪ টি স্থানে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র বা ফায়ার স্টেশন গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলো হবে বক্সনগর, মনু বনকুল , গর্জি এবং গঙ্গানগরে। তিনি জানান, রাজ্যের গর্ব সম্প্রতি গ্লাসগোয় আয়োজিত কমনওয়েলথ গেমসে জুডোতে সোনাজয়ী ত্রিপুরার মেয়ে ভারতের গর্ব অস্মিতা দে-কে আগরতলায় বসত বাড়ি করার জন্য আড়াই গন্ডা জমির এলটমেন্ট বাবদ ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, মুকুব করার বিষয়ে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৫৫২টি শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পর্যটনমন্ত্রী জানান, টিপিএসসি-র মাধ্যমে ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে ৩১০টি শূন্যপদে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড (এ) এবং গ্রেড ফাইভ (বি) পদে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড ফাইভ (এ)-তে সিভিলে ১৬৯টি, ম্যাকানিকেলে ৮টি, ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ১৮টি শূন্যপদ রয়েছে। এসব শূন্যপদের জন্য আবেনকারীদের অবশ্যই বি-টেক ডিগ্রী থাকতে হবে। পাশাপাশি, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড ফাইভ (বি)-তে সিভিলে ১০৪টি, ম্যাকানিকেলে ৫টি, ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ৬টি শূন্যপদ রয়েছে। এসব শূন্যপদের জন্য আবেদনকারীদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগে ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

জেআরবিটি-এর মাধ্যমে জলসম্পদ দপ্তরের ১৮৫টি জুনিয়র পাম্প অপারেটর, গ্রুপ-সি শূন্যপদের জন্য লোক নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যাশীদের মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশ হতে হবে। তাছাড়া, কলেজ অব ভেটেরিনারি সায়েন্স এন্ড অ্যানিমেল হাজবেন্ডারির ৫৭টি ফ্যাকাল্টি শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে ১৭টি প্রফেসর, ২০টি করে অ্যাসোসিয়েট ও অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর পদে টিপিএসসি-এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, এখন থেকে রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি আর বাধ্যতামূলক নয়। এর পরিবর্তে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যাশীদের অবশ্যই রাজ্যের যেকোনও বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যেকোনও সময়ে ৫ বছরের একনাগাড়ে পড়াশুনা করার প্রমাণপত্র থাকতে হবে। রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক থাকার বিষয়টি নিয়ে দিল্লী নিবাসী জনৈক ব্যক্তি ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে আবেদন করার পর পিআরটিসি বিষয়ে আদালতের পুনর্বিবেচনার নির্দেশ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত আজকের মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয় বলে জানান পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আরও জানান, কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী অস্মিতা দে-কে রাজ্য সরকারে পক্ষ থেকে আগরতলা শহরে ২.৫ গন্ডা জায়গা অ্যালটমেন্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অ্যালটমেন্ট প্রিমিয়াম হিসাবে ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার ২৩৯ টাকাও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া, বক্সনগর, মনুবনকুল, গর্জি ও গঙ্গানগরে নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা হবে বলে আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, জিএ (পলিটিক্যাল) দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যের এক্স সার্ভিসম্যানদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সকল গ্র্যান্টের অর্থরাশিও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে।

মথার সঙ্গে জোট নিয়ে

● প্রথম পাতার পর নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, আলোচনায় উঠে আসা বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

এদিন জোট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বলেন, বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। এ নিয়ে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এদিকে, ত্রিপুরায় বিমান পরিষেবা কমে যাওয়ার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের বিমান যোগাযোগ যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয় এবং বিমানের সংখ্যা কমানো না হয়, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মানুষের স্বার্থ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য উন্নত বিমান যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

রাজ্যে সোনার মেয়ে

● প্রথম পাতার পর গৌরবান্বিত করেছে। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত কমনওয়েলথ গেমস-এ স্বর্ণপদক জয়ী ত্রিপুরার কৃতি জুডোকা অস্মিতা দে''র সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। আজ এই অনুষ্ঠানে অস্মিতা দে-র হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কারের চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। একইসঙ্গে তাঁর পরিবারের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জমি দানের কাগজ তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন ত্রিপুরার মানুষ ''গোল্ডেন গার্ল'' হিসেবে দীপা কর্মকারকে চিনতেন এবং তাঁর সাফল্যে গর্ব করতেন। আজ অস্মিতা দে সেই তালিকায় দ্বিতীয় নাম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার সোনাইছড়ি গ্রামের এক অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে অস্মিতা কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর এই সাফল্য সমগ্র রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। অস্মিতার জীবনসংগ্রামের কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অস্মিতার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি তাঁর বাবার কঠিন জীবনসংগ্রামের কথা জানতে পারেন। অস্মিতার সাফল্যের পিছনে তাঁর পরিবারের ত্যাগ ও সংগ্রামের কথাও মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অস্মিতার বাসস্থানের সমস্যার কথা জানতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ তাঁর পরিবারের জন্য জমি প্রদানের সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে অস্মিতা উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে কর্মরত থাকলেও ত্রিপুরা সরকার সবসময় তাঁর পাশে থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা তাঁকে আশ্বস্থ করেন।

রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময় ত্রিপুরায় খেলোয়াড়দের জন্য ক্রীড়া পরিকাঠামোর অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিলো। বর্তমানে সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যে আধুনিক সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ, হকি মাঠ এবং উন্নতমানের স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে।

ত্রিপুরার ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন দেখে বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়রাও মুগ্ধ হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সফল ক্রীড়াবিদদের সম্মানও জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শুধু বর্তমান প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করছে না, প্রথিতযশা ও প্রয়াত ক্রীড়াবিদদেরও যথাযোগ্য সম্মান জানাচ্ছে। অনেক ক্রীড়াবিদদের নামে বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামোর নামকরণ করা হয়েছে। যা আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। পাশাপাশি অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মন্টু দেবনাথ, কল্পনা দেবনাথ এবং সোমদেব দেববর্মনের অবদানের কথাও মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। সুস্থ শরীরের মধ্যেই সুস্থ মনের বাস। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে মেধার অভাব নেই। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা তাঁদের সুনাম কুড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, যা দেশ বিদেশে সমাদৃতও হয়েছে। বর্তমান সময়ে খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করারও সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অস্মিতার এই সাফল্য ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েদের কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা। প্রতিভা ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে প্রতিকূলতাকে জয় করে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। ত্রিপুরার একটি গ্রামীণ পরিবার থেকে উঠে আসা অস্মিতার এই সাফল্য নারী ক্ষমতায়নেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিনে অস্মিতার আরও সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়। তিনি বলেন, অস্মিতা দে-র সাফল্যের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার ক্রীড়াঙ্গনে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন খেলোয়াড় হওয়ায় ক্রীড়া উন্নয়নের কাজ অনেক সহজ হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, একটা সময় রাজ্যে ইনডোর গেমসের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ছিল না। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। ভোলাগিরি স্পোর্টস ময়দানে একটি আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের অনুমোদন ও অর্থ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। দ্রুত এর নির্মাণকাজ শুরু হবে বলেও তিনি জানান। রাজ্যের ভবিষ্যৎ ক্রীড়া পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন বলেন, প্রতি বছর ৩০ থেকে ৪০ জন প্রতিভাবান খুদে খেলোয়াড়কে ''মুখ্যমন্ত্রী ট্যালেন্ট সার্চ স্কিম''-এর মাধ্যমে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। টেনিস কোর্ট, সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ থেকে শুরু করে আধুনিক সুইমিং পুল নির্মাণের মাধ্যমে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। অস্মিতার মতো কৃতি খেলোয়াড়দের সাফল্য আগামী প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন এবং অস্মিতার ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে কমনওয়েলথ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদকজয়ী অস্মিতা দে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, স্বর্ণপদক জয়ের চেয়েও নিজ রাজ্যে ফিরে মানুষের কাছ থেকে পাওয়া অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও সম্মান তাঁকে অনেক বেশি আপ্লুত করেছে। তাঁর সাফল্যের যাত্রায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের অবদানের কথা স্মরণ করেন তিনি। জুডু জীবনের শুরুর মুহূর্তের প্রশিক্ষকদের পাশাপাশি ভোপালে তাঁর কোচ যশপাল সোলাঙ্কির অবদানের কথাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেন অস্মিতা। কিছুদিন আগে তাঁর পিতাকে হারানোর ব্যথাও তিনি উল্লেখ করেন। পরিবারের জন্য জমি এবং আর্থিক পুরস্কার প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী ঠিকানার খুব প্রয়োজন ছিল, যা আজ পূরণ হলো। আগামী প্রজন্মের উদীয়মান খেলোয়াড়দের উদ্দেশে অস্মিতা বলেন, কঠোর পরিশ্রম, নিয়মশৃঙ্খলা এবং পরিবারের কথা শুনে চললে যেকোনও বড় লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। নিজের সাফল্যের জন্য প্রশিক্ষক, পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আগামী দিনে আরও ভালো পারফরমেন্স করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অস্মিতা দে-র সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, ২০১৪-১৫ সালে অস্মিতা যখন প্রথম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে প্রশিক্ষণ শুরু করেছিল, তখন থেকেই তার মধ্যে কিছু করে দেখানোর অদম্য জেদ দেখা গিয়েছিল। আজকের এই সংবর্ধনা অস্মিতার দীর্ঘ পথচলার কেবল শুরু মাত্র বলেও তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, অস্মিতার এই সফলতা রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে অস্মিতা দে, তাঁর কোচ যশপাল সোলাঙ্কি (হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর, স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া) এবং তাঁর পূর্বতন প্রশিক্ষকদের আগরতলা পুরনিগম সহ বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অস্মিতার হাতে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কারের চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। একইসঙ্গে তাঁর পরিবারের জন্য জমি বরাদ্দের অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব তাপস রায়, দপ্তরের অধিকর্তা এল, ডারলং প্রমুখ।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জৈব প্রযুক্তি বিষয়ক চিন্তা চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জৈব প্রযুক্তি বিষয়ক চিন্তা চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বিজ্ঞান চেতনা এবং এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নতুন দিশা উন্মোচিত হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ডিএনএ-এর সঙ্গে যুক্ত প্রধান শিক্ষক ও টিচার কো-অর্ডিনেটরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করার আগ্রহকে ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিজ্ঞানমনস্ক ছাত্রছাত্রীরা তাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু করার আগ্রহ দেখালে এতে সবাই উপকৃত হবে। তিনি বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিলের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব চৈতন্য মূর্তি রাজ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে ডিএনএ ক্লাবের অনবদ্য ভূমিকার প্রশংসা করেন। বিদ্যায়গুলিতে ডি.এন.এ. ক্লাব তাদের এই ভূমিকা বজায় রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আজ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রীর হাত ধরে নতুন ৫০টি ডিএনএ ক্লাবের পথচলা শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্যের ডিএনএ ক্লাবের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭২টি। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে যে নতুন ৫০টি স্কুলে আগামী ৪ বছরের জন্য ডিএনএ ক্লাব বাস্তবায়িত হবে তারমধ্যে রয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ৭টি, ঊনকোটি জেলার ৪টি, ধলাই জেলার ৫টি, খোয়াই জেলার ৫টি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৮টি, সিপাহীজলা জেলার ৭টি, গোমতী জেলার ৬টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৮টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল।

আজ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা মহেন্দ্র সিং, যুগ্ম অধিকর্তা অঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রী ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিলের বার্ষিক পুস্তিকার আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করেন।

শাহকে পাল্টা আক্রমণ

● প্রথম পাতার পর তার মধ্যে কোনও না কোনওভাবে ভুল ছিল এবং তার কোনও জবাব তাঁর কাছে নেই।"

আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংও শাহের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, "আগামীকাল অধিবেশনের শেষ দিন। আর আজ হঠাৎ তিনি জবাব দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এর অর্থ হল, আপনারা ইচ্ছাকৃতভাবে অচলাবস্থা তৈরি করেছেন এবং সংসদের অধিবেশন চলতে দেননি।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, পুরো সরকারই যতটা সম্ভব অধিবেশন বানচাল করার চেষ্টা করেছে। এখন অধিবেশন শেষ হতে মাত্র এক দিন বাকি থাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য দেওয়ার কথা বলছেন বলেও কটাক্ষ করেন সঞ্জয় সিং।

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাংসদ মহুয়া মাঝিও শাহের বক্তব্যকে দেরিতে আসা প্রতিক্রিয়া বলে মন্তব্য করেন। আইএএনএসকে তিনি বলেন, "দেশের এত মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে, দেশের অর্থ নষ্ট হয়েছে। হট্টগোল হয়েছে, বারবার ওয়াকআউট হয়েছে এবং সংসদ মুলতবি হয়েছে। এখন যখন প্রায় শেষ দিন এসে গিয়েছে, হাতে মাত্র অর্ধেক দিনের মতো সময় রয়েছে, তখন কেন এত দেরিতে এই কথা বলা হচ্ছে, তা আমরা বুঝতে পারছি না।"

তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি এক সপ্তাহ আগেই এই বক্তব্য দিতেন, তাহলে সংসদের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলতে পারত। ভবিষ্যতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদ অধিবেশনের শুরুতেই আলোচনা করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কংগ্রেস সাংসদ চামালা কিরণ কুমার রেড্ডিও শাহকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, "যদি তিনি কোনও ভুল না করে থাকেন, তাহলে এতদিন তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হল কেন? আমাদের প্রতিদিন মকর দ্বারে বিক্ষোভ করতে হল কেন? তিনি গত সপ্তাহেই এই বক্তব্য দিতে পারতেন। অন্তত সংসদের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলত।" তিনি আরও বলেন, অধিবেশন শেষ হতে এখন আর বেশি সময় নেই। এই পরিস্থিতিতে শাহ কেন এমন একটি বক্তব্য দিতে চাইছেন, যা দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করবে এবং বিরোধীদেরই সংসদ অচল করার জন্য দায়ী বলে বার্তা দেবে, তা স্পষ্ট নয়। কংগ্রেস সাংসদের দাবি, বিরোধীরা গত ১০ দিন ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জবাব চেয়ে আসছে, কিন্তু তিনি তখন কোনও উত্তর দেননি। এখন তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য বিরোধীদের দোষী হিসেবে তুলে ধরা এবং দেশের মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

১১ মাস বেতনহীন ধর্মনগর

● প্রথম পাতার পর কারণে বেশ কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজেদের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে বহু রোগী ও তাঁদের পরিজন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের দীর্ঘদিন বেতন বকেয়া থাকার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে, নিরাপত্তাকর্মীদের কর্মবিরতির কারণে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়। হাসপাতাল চত্বরে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক রোগী ও তাঁদের পরিজনের সমাগম হয়। ফলে নিরাপত্তাকর্মীরা দীর্ঘ সময় কাজ থেকে বিরত থাকলে পরিস্থিতি জটিল হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়।

পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. ভাস্কর দাস। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। কোম্পানির মালিককে ধর্মনগরে এসে কর্মীদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে।

মেডিকেল সুপারের আশ্বাসের পর আপাতত ধরনা তুলে নেন নিরাপত্তাকর্মীরা। তবে তাঁদের দাবি, শুধু আশ্বাস নয়, দ্রুত তাঁদের দীর্ঘ ১১ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, কেন দীর্ঘ ১১ মাস ধরে নিরাপত্তাকর্মীদের বেতন আটকে রয়েছে? সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে এতদিনেও কেন কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? কর্মীদের বকেয়া বেতন কবে পরিশোধ করা হবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ২৭ জন নিরাপত্তাকর্মী ও তাঁদের পরিবার।

নাবালিকা উদ্ধারের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, এক মুসলিম যুবকের বিরুদ্ধে নাবালিকা হিন্দু মেয়েকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সাত দিন অতিক্রান্ত হলেও এখনও নাবালিকাকে উদ্ধার করা যায়নি বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। পুলিশের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না-এমন অভিযোগ তুলে বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানার সামনে জাতীয় সড়কে অবরোধ শুরু করেন হিন্দু নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা।

অবরোধ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অরুণ হালদার। নাবালিকাকে দ্রুত উদ্ধার করার পাশাপাশি ঘটনায় পুলিশের সক্রিয় ভূমিকার দাবি জানান তাঁরা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের পক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলা হয়। বিশ্রামগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার-ইন-চার্জ চিত্ত দেববর্মা বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে উদ্ধার করা হবে।

পুলিশের এই আশ্বাসের পর বিক্ষোভকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন বলে জানা গেছে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নাবালিকাকে উদ্ধার করা না হলে ফের জাতীয় সড়ক অবরোধে বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছে হিন্দু নাগরিক মঞ্চ।

নাবালিকার নিরাপত্তা ও দ্রুত উদ্ধারের বিষয়টি সামনে রেখে এখন পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই নজর সবার।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 13-08-2026, 01:37

ক্রীড়াঙ্গন

ভালো খেলার পাশাপাশি দ্বি-মুকুট জয়ের লক্ষ্য এগিয়ে চল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। শেষ তিন বছর দ্বি-মুকট জয় করার পর গেলো বছর প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য পায়নি এগিয়ে চল সংঘ। প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে দ্বিতীয় স্থান দখল করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এবার আবার দ্বি-মুকুট জয়ের লক্ষ্য নিয়ে বড় বাজেটের দল গড়লো ময়দানের ঐতিহ্যবাহী মেলার মাঠের ওই ক্লাবটি। বুধবার ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীদের ভালো খেলা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি দ্বি-মুকুট জয় করা এবার আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গড়া হয়েছে দল। আশা করি ছেলেরা হতাশ করবে না। ক্লাবের সভ্য সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করবেই। ১৬ এপ্রিল রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে এগিয়ে চল সংঘ। প্রতিপক্ষ বীরেন্দ্র ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ঐদিন সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হবে ম্যাচটি। মরশুমে এগিয়ে চল-কে নেতৃত্ব দেবেন ঘরের ছেলে হিসেবে পরিচিত আসিফ আলী মোল্লা। ডেপুটি হিসেবে থাকবেন সিয়াম পুইয়া। দলে ৬ জন স্থানীয় ফুটবলারের পাশাপাশি ভিনরাজ্যের ১৪ জন ফুটবলার রয়েছেন। সারা বছর সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকা ওই ক্লাব এবছর ৩০ লাখ টাকার বাজেটে দল গড়েছে। ক্লাবের ফুটবল দল গঠনের আহ্বায়ক তথা ম্যানেজার অশ্বিনী ধানুক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, এবার ক্লাব মরশুমে সাফল্য পাবেই। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে দলের প্রস্তুতি। ইতোমধ্যে ত্রিপুরা পুলিশের সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিয়েছে দল। তাতে এগিয়ে চল সংঘ জয়লাভ করেছে ৫-০ গোলের ব্যবধানে। আজ কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলবে এগিয়ে চলো সংঘ। বিগত বছরের তুলনায় এবারের দল অনেক বেশি সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্বাস করেন কোচ সুজিত হালদার। এক সাক্ষাৎকারে ওই ক্লাবের সফল কোচ সুজিত হালদার বলেন, এবছর দ্বি-মুকুট জয় করার বড় দাবিদার আমরা। ক্লাব কর্তারা আমার হাতে সেরা দল তুলে দিয়েছে। আশা করি হতাশ করবে না ছেলেরা। এদিকে আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভিনরাজ্যের রেফারি দাবি করেছে এগিয়ে চল সংঘ সহ বিভিন্ন ক্লাবের কর্তারা। ক্লাব সচিব বলেন, রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তারা আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে। নকআউট ফুটবলের সেমিফাইনাল থেকে ভিনরাজ্যের রেফারিদের বাঁশি বাজাতে দেখা যাবে এমন আশ্বাস দিয়েছেন টি এফ এ কর্তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি চঞ্চল নন্দী, সহ-সভাপতি রানা সাহা, কোষাধক্ষ্য সুব্রত সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য শংকর অবস্তি , গৌতম রায় এবং দীপক বণিক। এবছর ঐতিহ্যবাহী এগিয়ে চল সংঘের হলুদ সবুজ জার্সি গায়ে জড়িয়ে যাঁরা মাঠে নামবেন: সাবাত জমাতিয়া, অমিত জমাতিয়া, শান্ত জয় রিয়াং, সুরজিৎ জমাতিয়া, সিয়াম পুইয়া (সহ অধিনায়ক) রাজচন্দ্র জমাতিয়া, সুরজ রাসালী, আসিফ আলী মোল্লা (অধিনায়ক), রাজেন্দ্র সিং বৈরোলে, নির্মল সিং বিস্ট, প্রিয়াংশু খাত্রী, নিঙ্গম্বাম সানা সিং, নগঞ্চিনলেন কিলিং, ওইনাম মালেনগানবা মেইতেই, মোহাম্মদ নোয়াদ শরীফ, মম মোমোছা সিং, রজার খেউমান, সিরোখাইবান মেইতেই, রমেন সিং এবং মুহিব। কোচ: সুজিত হালদার, সরকারি কোচ: কর্ণেন্দু দেববর্মা, জন ভট্টাচার্য, ম্যানেজার অশ্বিনী ধানুক এবং ফিজিও সৌভিক দাস।

কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী জুডো কন্যা অস্মিতাকে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক নাগরিক সংবর্ধনা

সুপ্রভাত দেবনাথ, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। কমনওয়েলথ গেমসে দেশের হয়ে প্রথম জুডো স্বর্ণপদক জয় করে ইতিহাস সৃষ্টি করা ত্রিপুরার কৃতি কন্যা অস্মিতা দে-কে বর্ণাঢ্য এক আয়োজনের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জানালো রাজ্য সরকার। আজ দুপুরে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মহা সমারোহে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা অস্মিতার হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কারের চেক এবং তাঁর পরিবারের জন্য জমি দানের কাগজ তুলে দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার সোনাইছড়ির এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে অস্মিতা নিজের কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছেন। দীপা কর্মকারের পর অস্মিতাই ত্রিপুরার দ্বিতীয় ''গোল্ডেন গার্ল'' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অস্মিতা দের বাবা হারানোর কঠিন জীবনসংগ্রামের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং জানান যে, তাঁর বাসস্থানের সমস্যার কথা জানতে পেরে রাজ্য সরকার তাৎক্ষণিকভাবে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমানে অস্মিতা উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে কর্মরত থাকলেও ত্রিপুরা সরকার সবসময় তাঁর পাশে থাকবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। পাশাপাশি, রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যে আধুনিক সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ, হকি মাঠ, ইনডোর গেমস এবং উন্নতমানের স্টেডিয়াম গড়ে উঠেছে। এছাড়া প্রতি বছর ''মুখ্যমন্ত্রী ট্যালেন্ট সার্চ স্কিম''-এর মাধ্যমে ৩০ থেকে ৪০ জন প্রতিভাবান খুদে খেলোয়াড়কে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় তাঁর বক্তব্যে ভোলোগিরি স্পোর্টস ময়দানে আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের অনুমোদন ও তহবিলের কথা ঘোষণা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, অস্মিতার মতো কৃতি খেলোয়াড়দের সাফল্য আগামী প্রজন্মকে আরও অনেক বেশি উৎসাহিত করবে। সংবর্ধিত হয়ে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে অস্মিতা দে বলেন, স্বর্ণপদক জয়ের চেয়েও নিজ রাজ্যে ফিরে মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা ও সম্মান তাঁকে অনেক বেশি আপ্লুত করেছে। তিনি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, তাঁর বর্তমান কোচ যশপাল সোলাঙ্কি এবং প্রয়াত বাবার কথা স্মরণ করে বলেন যে, পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী ঠিকানা পাওয়ার প্রয়োজন আজ পূরণ হলো। কঠোর পরিশ্রম, নিয়মশৃঙ্খলা এবং পরিবারের কথা মেনে চললে যে-কোনও বড় লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব বলে তিনি উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের বার্তা দেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার স্মৃতিচারণ করে বলেন, ২০১৪-১৫ সালে অস্মিতা যখন প্রথম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে প্রশিক্ষণ শুরু করেছিল, তখন থেকেই তার মধ্যে কিছু করে দেখানোর অদম্য জেদ দেখা গিয়েছিল। আজকের এই সংবর্ধনা অস্মিতার দীর্ঘ পথচলার কেবল শুরু মাত্র এবং তাঁর এই সফলতা রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের কাছে এক বিরাট অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে অস্মিতা দে এবং তাঁর কোচদের আগরতলা পুরনিগম, প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স স্পোর্টস উইং সহ বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। আগরতলার মেয়র দীপক মজুমদার, ক্রীড়া দপ্তরের সচিব তাপস রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ক্রীড়াপ্রেমী সাধারণ মানুষের সরব উপস্থিতিতে অত্যন্ত আনন্দমুখর ও উদ্দীপনামূলক পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

কেকেআর নয়, ভারত অধিনায়ককে সরিয়ে গুজরাটে ফিরতে চান হার্দিক! রাজি হল পুরনো দল?

হার্দিক পাণ্ডিয়া আইপিএলে কোন দলে খেলবেন? নাটক শেষ হওয়ার কোনও লক্ষণই নেই। এতদিন জল্পনা চলছিল, কেকেআর বা চেন্নাই হয়তো মুম্বই থেকে হার্দিককে কিনে নিতে পারে। কিন্তু তারকা অলরাউন্ডার কী চান? এখন তিনি চাইছেন পুরনো দলে ফিরতে। কিন্তু নিজেই শর্ত বেঁধে দিয়েছেন। সেটা হল ভারত অধিনায়ককে সরাতে হবে। তার পরই কড়া সিদ্ধান্ত নিল হার্দিকের পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি।

'বরোদা বম্বার' যে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ছেনই, তা শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না। তবে এটাও সত্যি যে, ভারতীয় অলরাউন্ডারকে ঘিরে নিদেনপক্ষে পাঁচ-পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির দড়ি টানাটানি চলছে। আর এত কিছুর মধ্যে হার্দিক নিজেই ফিরতে চাইছেন পুরনো দল গুজরাট টাইটান্সে। ২০২২-এ এই দলের অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল জিতেছিলেন। তারপর বিরাট টাকার বিনিময়ে চলে আসেন মুম্বইয়ে। এখন আবার গুজরাটে ফিরতে চাইছেন।

কিন্তু তার জন্য একটি শর্ত রেখেছেন। গুজরাটে ফিরলে হার্দিককেই অধিনায়ক করতে হবে। এই মুহূর্তে গুজরাটের অধিনায়ক শুভমান গিল। যিনি কি না ভারতের ওয়ানডে ও টেস্ট দলের অধিনায়ক। কিন্তু গিলকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করতে তারা রাজি নয়। অতএব পত্রপাঠ হার্দিকের প্রত্যাবর্তনের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে গুজরাট। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, 'হার্দিককে ফেরাতে ফ্র্যাঞ্চাইজির সমস্যা ছিল না। এমনকী এই নিয়ে তারা গিলের সঙ্গে কথাও বলেছিল। গিলও রাজি ছিলেন। কিন্তু যখনই নেতৃত্বের শর্ত সামনে আসে, সবাই না করে দেয়।''

তবে হার্দিকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেননি। আর এইসব ক্ষেত্রে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সই ব্যাপারটি দেখভাল করবে। উল্লেখ্য, তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজি খুবই আগ্রহী, এমনটাই সূত্রের খবর। কলকাতা, চেন্নাই তো ছিলই। তারপর দৌড়ে ঢুকে পড়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালস ও লখনউ সুপার জায়ান্টস। তবে জানা গিয়েছে, মুম্বই ট্রেড ডিলে খুব একটা আগ্রহী নয়।

গম্ভীরের ড্রেসিংরুমে কি আর ঠাঁই পাবেন না? কেরিয়ার নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন জাডেজা

কলম্বো: বিরাট কোহলিচলে গিয়েছেন, রোহিত শর্মা চলে গিয়েছেন, অজিঙ্ক রাহানেচেতেশ্বর পূজারা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন প্রত্যেকেই ছেড়েছেন জায়গা। এবার কি রবীন্দ্র জাডেজাও। টেস্ট ফর্মাট থেকে কি এবার অবসর নিতে চলেছেন ভারতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডার? শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আগামী ১৫ তারিখ থেকে শুরু হতে চলা ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন ঘোষিত ভারতীয় দলে রয়েছেন বাঁহাতি এই অলরাউন্ডার। কিন্তু এটাই কি শেষ? কিন্তু ভারতীয় শিবিরে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে যে এবার লাল বলের ফর্মাট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন জাডেজা।

জিরানিয়া স্কুল ক্রিকেটে সেরা রানীবাজার বিদ্যামন্দির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। মহকুমার সেরা রাণীরবাজার বিদ্যামন্দির। বুধবার স্কুল ক্রিকেটের ফাইনালে রানীরবাজার বিদ্যামন্দির ৫ উইকেটে পরাজিত করে ওল্ড আগরতলা পি এম শ্রী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে। অনুপ দাসের দুরন্ত বোলিংয়ে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আন্ত স্কুল ক্রিকেটে। রানীরবাজার বিদ্যামন্দির মাঠে এই দিন অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। মঙ্গলবার রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় এদিন খেলা শুরু হতে দেরি হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ১৮ তে। সকালে মোক্ষম টসটি জয়লাভ করে রানীরবাজার বিদ্যামন্দিরের অধিনায়ক প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্যাত স্যাতে উইকেটে শুরুতে বোলিং পেয়ে বিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রানীবাজার বিদ্যামন্দিরের বোলাররা। এবং ৫৮ রানে গুটিয়ে দেয় ওল্ড আগরতলা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে। দলের পক্ষে বিজয় দাস ২২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। রানীরবাজার বিদ্যামন্দিরের পক্ষে অনুপ দাস ২০ রানে তিনটি, বিনয় রুদ্র পাল ২ রানে এবং অভিজিৎ দেবনাথ ৪ রানে দুটি করে উইকের দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে রানীরবাজার বিদ্যামন্দির ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে আকাশ দাস ৪৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। ওল্ড আগরতলা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পক্ষে বিজয় দাস ৫ রানে এবং সুদীপ দাস ১০ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি গৌতম মজুমদার, সচিব শিবায়ন দাস, কোষাধ্যক্ষ পিন্টু শর্মা এবং রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রতিনিধি গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ।

খুনের মামলায় সুশীলের জামিনের আর্জি খারিজ দিল্লি হাই কোর্টে, সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগির

অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগির সুশীল কুমারের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাই কোর্ট। প্রাক্তন জুনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগির সাগর ধনকরের খুনের ঘটনায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সুশীল। ২০২১ সালের ৪ মে দু'দল কুস্তিগিরের মারামারি হয়। অভিযোগ সেই ঘটনায় সুশীলের দলবলের মারে মৃত্যু হয় সাগরের। ঘটনাটির একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে সুশীলের নাম উঠে আসে। তার পর কিছু দিন পলাতক ছিলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী। লুক আউট নোটিস জারি হয় তাঁর নামে। ২০২১ সালের মে মাসেই গ্রেফতার হন সুশীল। বিচারাধীন এই মামলাতেই জামিনের আবেদন করেছিলেন সুশীল। দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি পুরুষৈন্দ্র কুমার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। পুলিশের আইনজীবী বিরোধিতা করে আদালতে বলেন, সুশীল প্রভাবশালী। জামিন পেলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন। তাতে মামলা এবং তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে। গ্রেফতারের আগে তাঁর আচরণ এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনার আর্জি জানান তিনি। জামিনের বিরোধিতা করেন সাগরের বাবার আইনজীবীও। অন্য দিকে, সুশীলের আইনজীবী বলেন, পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে হেফাজতে রয়েছেন সুশীল। কিছু আনুষ্ঠানিক এবং সরকারি সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ বাকি রয়েছে।

বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবলে জয় অব্যাহত মহিলা পুলিশ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগের ১০ম ম্যাচে বুধবার জয়সূচক পয়েন্ট তুলে নিয়েছে মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। খেলায় তারা ২-১ গোলে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘকে পরাজিত করে টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় জয় নিবন্ধিত করল। বিকেল তিনটায় শুরু হওয়া এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচের ২৪ মিনিটে গুলটি চৌধুরীর দারুণ গোলে এগিয়ে যায় মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। এরপর দ্বিতীয় অর্ধে ম্যাচের ৫৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘের পক্ষে দিপালী হালাম গোল করে খেলায় সমতা ফেরান। তবে ৭২ মিনিটে এলিসা জামাতিয়ার চমকপ্রদ গোলে জয় নিশ্চিত করে মহিলা পুলিশ দল। চমৎকার পারফরম্যান্সের জন্য বিজয়ী দলের গুলটি চৌধুরী 'প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ'-এর পুরস্কার লাভ করেন।

উভয় দলের জন্যই এটি ছিল প্রতিযোগিতার তৃতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে জম্পুইজলার কাছে ০-১ গোলে হেরে সূচনা করলেও, দ্বিতীয় ম্যাচে তিলকোমাঝি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ১০-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। অন্যদিকে, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘ তাদের প্রথম ম্যাচে ডিয়ার ক্লাবকে ৫-১ গোলে হারালেও পরবর্তী খেলায় জম্পুইজলার কাছে ০-৩ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল। ম্যাচটি পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দেন রেফারি সুশান্ত দাস, বিশ্বজিৎ সাহা, বিশ্বজিৎ পাল ও প্রীতি জমাতিয়া। লিগের পরবর্তীসূচি অনুযায়ী আগামীকাল বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল।

জাতীয় দলের ক্ষতি করছে আইপিএল! কেকেআর-আরসিবিদের তুলোধোনা ভারতীয় বোর্ডের সংস্থারই

চোট পাওয়া ভারতীয় ক্রিকেটারদের তালিকাটা ক্রমেই লম্বা হচ্ছে।

জশপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, নীতীশ রেড্ডি। চোট পাওয়া ভারতীয় ক্রিকেটারদের তালিকাটা ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। সেই সঙ্গেই প্রশ্ন উঠছে ভিভিএস লক্ষ্মণের নেতৃত্বাধীন সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের কার্যকলাপ নিয়েও। কিন্তু এবার সেই বিতর্কে জড়িয়ে গেল আইপিএল। সূত্রের খবর, সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (সিওই) সরাসরি আঙুল তুলেছে আইপিএলের দিকে। তারকা ক্রিকেটারদের চোটের নেপথ্যে দায়ী মেগা টুর্নামেন্টই, সাফ অভিযোগ তাঁদের।

নীতিন প্যাটেল দায়িত্ব ছাড়ার পর সেন্টার অব এক্সেলেন্সে স্পোর্টস সায়েন্স টিমের প্রধান হিসাবে পাকাপাকিভাবে কাউকে এখনও নিয়ে আসা হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে রয়েছেন ধনঞ্জয় কৌশিক। তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠার জায়গা নেই। কিন্তু ক্রিকেটারদের চোট সারিয়ে ফেরার ক্ষেত্রে 'রিটার্ন টু প্লে' প্রোটোকল মানা হচ্ছে কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একইরকম প্রশ্নের মুখে পড়েছেন ভারতীয় টিমের ফিজিও কমলেশ জৈনও। শোনা যাচ্ছে, তাঁর পারফরম্যান্সেরও রিভিউ হতে পারে। এটাও শোনা যাচ্ছে রিভিউ বৈঠক হবে।

এই বিতর্কের মধ্যেই সুর চড়াচ্ছে সিওই কর্তৃপক্ষ। তাদের মতে, চোট নিয়েই আইপিএল খেলতে বাধ্য হন ক্রিকেটাররা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সূত্রের মতে, "বড্ড বেশি ক্রিকেট হচ্ছে। ধকল নেওয়ার একটা সীমা থাকে মানবদেহের। আসলে আইপিএলের সময় চোট থাকলেও ক্রিকেটারদের উপর চাপ থাকে। তাঁরা খেলতে নামেন ভবিষ্যতের বিপদের কথা না ভেবেই। টুর্নামেন্ট শেষ হলে এই ক্রিকেটারদের কার্যত চাপিয়ে দেওয়া হয় সিওইর ঘাড়ে। ক্রিকেটারদের সুস্থ রাখতে কাজ করেন সিওইর ফিজিওরা। কিন্তু তার ফলে নির্বাচক এবং কোচ-ক্যাপ্টেনের কাজটা কঠিন হয়ে যায়।"

উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে বুমরাহকে ফিট ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তারপর ফের জানানো হয়, বুমরাহ সিরিজের বাইরে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। বলা হচ্ছে, দু'দিন আগে যদি কোনও ক্রিকেটারকে ফিট ঘোষণা করে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি কীভাবে ফের চোট নিয়ে আবার সিরিজের বাইরে চলে যাচ্ছেন? অতিরিক্ত ওজন থাকার পরও হর্ষিতকে ফিট ঘোষণ করা হয়েছিল! পরে আবার হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান তিনি। ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাপারটাও একইরকম। তিনিও চোট-আঘাত সমস্যায় ভুগছেন। এসবের নেপথ্যে দায়ী আইপিএলই?

শ্রীলঙ্কায় ইতিহাস গড়ার হাতছানি গিলের সামনে, প্রয়োজন মাত্র ১৫৭ রান

গল: এমন এক নজির গড়ার হাতছানি, যা বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার কারও নেই। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে আর ১৫৭ রান প্রয়োজন শুভমন গিলের। আর এই রানটা করতে পারলেই ইতিহাস গড়বেন ভারত অধিনায়ক। দুটো টেস্টে চার ইনিংস মিলিয়ে আর ১৫৭ রান করতে পারলে প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তিন হাজার রান করার নজির গড়বেন ডানহাতি ব্যাটার। এখনও পর্যন্ত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে গিলের ঝুলিতে রয়েছে ৪০ মাচে ২৮৪৩ রান।

ভারতীয় ব্যাটারদের মধে গিলের পরের দুটো স্থানে আছেন যথাক্রমে ঋষভ পন্থ ও প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। পন্থ ৭১ ইনিংসে ২৭৮০ রান করেছেন। অনদিকে রোহিত টেস্ট থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়ে নিয়েছেন গত বছরই। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৪০ মাচে ২৭১৬ রান। এরপরের স্থানটিই রয়েছে বিরাট কোহলির। তিনি এই সফর শেষ করেছেন ৪৬ মাচে ২৬১৭ রান করে।

বিশ্ব ক্রিকেটে ব্যাটারদের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন জো রুট। ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটার এখনও পর্যন্ত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৭৭ মাচে খেলতে নেমে ৬৬৫১ রান করেছেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসেও সর্বাধিক রানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছেন রুট। গিল এই মুহূর্তে টেস্ট ফর্মাটে ভারতের ক্যাপ্টেনও।

অধিনায়ক হওয়ার পর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আট ম্যাচে ৯৫০ রান করেছেন। আর ৫০ রান করতে পারলেই প্রথম ভারতীয় ক্যাপ্টেন হিসেবে এক টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সার্কেলে হাজার রান করার নজিরও গড়ে ফেলবেন গিল। উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার মাটিতে তিনদিনের প্রস্তুতি মাচে ব্যাট হাতে নামেননি গিল। প্রস্তুতি ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন গিল। কলম্বোয় অনুশীলনের মাঝেই চোট পেয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। পরে নেট সেশন থেকে বেরিয়েও যান।

কলম্বোয় নেটে শেষ মুহূর্তের ব্যাটিং প্রস্তুতি সারছিলেন ভারত অধিনায়ক। তার মাঝেই ব্যাটিং অনুশীলনের সময় আচমকাই ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ব্যথা পান গিল। বল আঙুলে লাগার ফলে যন্ত্রণা বেড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বরফ লাগিয়ে দেওয়া হয় আঙুলে। বেশ কিছুক্ষণ ফিজিও নেটে এসে গিলের সঙ্গে কথা বলেন। প্রাথমিক চিকিৎসাও করা হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর ফের যদিও ব্যাটিং অনুশীলন শুরু করেছিলেন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু প্রস্তুতি মাচে গিলকে নামানোর রিস্ক নেয়নি মানেজমেন্ট। তবে আশা করা যায় প্রথম মাচে খেলবেন ভারত অধিনায়ক।

নয়াদিল্লিতে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ র‍্যালিতে যোগ দিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশব্যাপী ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত বর্ণাঢ্য জাতীয় র‍্যালিতে অংশ নিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দেশাত্মবোধক কর্মসূচিতে অংশ নেন।

র‍্যালিতে অংশ নিয়ে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির অংশ হতে পেরে তিনি গর্বিত। জাতীয় পতাকা জ্ঞান, জীবন ও ভালোবাসার প্রতীক বলেও উল্লেখ করেন তিনি। প্রতিটি ঘরে দেশাত্মবোধের বার্তা এবং তেরঙ্গার গৌরব পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান সাংসদ।

এর আগে এদিন নয়াদিল্লিতে নিজের সরকারি বাসভবনেও পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি দেশের নাগরিকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের চেতনা আরও ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, তেরঙ্গা শুধুমাত্র একটি পতাকা নয়, এটি ভারতের গৌরব, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত র‍্যালিতে ছিল বর্ণময় আয়োজন এবং ঐক্যের বার্তা। দেশজুড়ে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

প্রধানমন্ত্রীর ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকার মর্যাদা তুলে ধরার বার্তাই এদিনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

প্রযুক্তির অভিনব প্রয়োগ, ঘরের টেবিলেও নিরবচ্ছিন্ন নড়বে জাতীয় পতাকা

আগরতলা, ১২ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে প্রযুক্তির অভিনব প্রয়োগে বিশেষ ধরনের জাতীয় পতাকা তৈরি করলেন উত্তর যোগেন্দ্রনগরের বাসিন্দা রঞ্জন কুমার ধর। তাঁর তৈরি এই প্রযুক্তিনির্ভর পতাকা ঘরের বন্ধ কক্ষের টেবিলের উপর রাখলেও নিরবচ্ছিন্নভাবে নড়তে থাকবে।

প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নতুন কিছু করার চিন্তা বরাবরই রঞ্জন কুমার ধরের। এবার সেই ভাবনা থেকেই তৈরি করেছেন অভিনব এই জাতীয় পতাকা।

তাঁর দাবি, সাধারণভাবে ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর রাখা জাতীয় পতাকা বাতাসের অভাবে স্থির থাকে। কিন্তু তাঁর তৈরি প্রযুক্তির সাহায্যে বন্ধ ঘরের মধ্যেও পতাকাটি অনবরত নড়বে।

আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাঁর এই উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েই প্রযুক্তির মাধ্যমে এই অভিনব জাতীয় পতাকা তৈরি করেছেন বলে জানান রঞ্জন কুমার ধর।

রঞ্জন কুমার ধর জানান, দেশের জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বাধীনতা দিবসের আবেগ থেকেই এই উদ্যোগ। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে জাতীয় পতাকাকে ঘরের ভিতরেও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়, সেই চিন্তা থেকেই এই ব্যবস্থা তৈরি করেছেন তিনি।

শিক্ষাজীবনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি রঞ্জন কুমার ধর। তবে পড়াশোনার গণ্ডির বাইরে নতুন কিছু করার আগ্রহ বরাবরই তাঁকে তাড়িত করে। নিজের চিন্তাভাবনা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের নতুন বিষয় তৈরি করার চেষ্টা করেন তিনি।

উত্তর যোগেন্দ্রনগরের বাড়িতে বাবা-মা, ভাই, স্ত্রী ও এক মেয়েকে নিয়ে তাঁর পরিবার। সীমিত সুযোগের মধ্যেও নতুন কিছু করার আগ্রহ এবং প্রযুক্তির প্রতি তাঁর এই ঝোঁক ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে স্থানীয়দের।

স্বাধীনতা দিবসের আগে তাঁর তৈরি এই প্রযুক্তিনির্ভর জাতীয় পতাকা শুধু অভিনবত্বই নয়, ‘হর ঘর তিরঙ্গা’র ভাবনাকে প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও নতুনভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার একটি উদ্যোগ বলেই মনে করছেন তিনি।

কলেজটিলায় ছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ

আগরতলা, ১২ আগস্ট: রাজধানী আগরতলার কলেজটিলা এলাকা থেকে এক ছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বামপন্থী ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনগুলি।

অভিযোগ, কলেজটিলা এলাকা থেকে এক ছাত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়েছে। ঘটনার পর অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।

অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে পূর্ব মহিলা থানার সামনে বিক্ষোভে শামিল হন বামপন্থী নারী, যুব ও ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা। পরে সংগঠনের পক্ষ থেকে থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নারী ও ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কলেজটিলার এই ঘটনায় অবিলম্বে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

তাঁদের আরও দাবি, তদন্তের নামে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বাম ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

৯০ পড়ুয়ার স্কুলে শিক্ষক মাত্র ২ জন

মেলাঘর, ১২ আগস্ট: ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৯০। অথচ গোটা বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন সামলানোর জন্য শিক্ষক মাত্র দু’জন। শিক্ষক সংকটে এমনই বেহাল পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটছে মেলাঘরের তেল কাজলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

একসময় তেল কাজলা এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিল এই বিদ্যালয়। সেই সময় বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যেমন বেশি ছিল, তেমনই পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাও ছিলেন। নিয়মিত ক্লাস চলত এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশও ছিল প্রাণবন্ত।

কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রায় ৯০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র দু’জন। ফলে সমস্ত শ্রেণির নিয়মিত পঠনপাঠন চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। শিক্ষক সংকটের কারণে একদিকে যেমন ক্লাস পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের শিক্ষাজীবন।

অভিভাবকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন থাকলেও বিষয়টি নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর ফলে প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদের শিক্ষার অধিকার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের দাবি, অবিলম্বে তেল কাজলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন আরও ব্যাহত হবে এবং এর সরাসরি প্রভাব পড়বে পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের উপর।

তেল কাজলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকটকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অভিভাবক মহলেও ক্ষোভ বাড়ছে। এখন দেখার, শিক্ষা দপ্তর কবে এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেয় এবং বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে স্বাভাবিক পঠনপাঠনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনে।

মাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে নাবালিকা মেয়ের বাবার শাস্তির দাবি

আগরতলা, ১২ আগস্ট: মাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গান্ধীগ্রাম এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম সুমন সরকার। ঘটনার পর তাঁর স্বামী মিঠুন সরকারকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই দম্পতির মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের দাবি, এর আগেও একাধিকবার ওই গৃহবধূকে মারধর করা হয়েছে। সম্প্রতি ফের তাঁকে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর মৃতার নাবালিকা মেয়ে অভিযোগ করেন, তাঁর বাবাই মাকে মারধর করেছেন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বাড়িতে থাকা অবস্থায় ওই গৃহবধূকে মারধর করা হয় এবং গুরুতরভাবে আহত হন তিনি। পরিবারের এক সদস্য জানান, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। এর আগেও মারধরের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর আত্মীয়স্বজনকে বিষয়টি জানানো হয় এবং আহত মহিলাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মৃতার স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশের তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং কীভাবে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্ট হবে। তবে নাবালিকা মেয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

নয় মাস ধরে বেতন বঞ্চনা সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার দ্বারস্থ এনজিও কর্মীরা

আগরতলা, ১২ আগস্ট: সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে অঙ্গনওয়াড়ি সংক্রান্ত কাজে যুক্ত বিভিন্ন এনজিও কর্মীদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে বেতন বঞ্চনার শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। তাই বাধ্য হয়ে বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হন তাঁরা।

অভিযোগ, ২০২৪ সালে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন এনজিওকে অঙ্গনওয়াড়ি দপ্তরের কাজের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই সূত্রে বেশ কিছু কর্মী কাজে যোগ দেন এবং নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস কাজ করার পর থেকেই তাঁদের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা শুরু হয়। বর্তমানে টানা প্রায় নয় মাস ধরে তাঁরা বেতন থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বলে অভিযোগ করেন আন্দোলনকারীরা।

বুধবার দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কর্মীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও বেতন না পাওয়ায় তাঁদের আর্থিক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। সংসার চালানো থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোও কঠিন হয়ে উঠেছে। দ্রুত তাঁদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

এদিন কর্মীরা আরও অভিযোগ করেন, এই কাজের ক্ষেত্রে আগে নির্দিষ্ট কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা সংশ্লিষ্ট কাজ করে আসছিলেন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি সামনে এনে অনেককে চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

তাঁদের বক্তব্য, যদি কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার নতুন কোনও শর্ত আরোপ করা হয়ে থাকে, তাহলে সেই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা এবং কর্মীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত জানানো প্রয়োজন। হঠাৎ করে যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে কর্মীদের চাকরি থেকে সরিয়ে দিলে দীর্ঘদিন কাজ করে আসা কর্মীরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবেন বলে তাঁরা জানান।

ডেপুটেশনকারীদের দাবি, একদিকে নয় মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে, অন্যদিকে চাকরি থাকবে কি না তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ফলে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

৩৫টি চুরি-হারানো মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ আগস্ট: আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে চুরি ও হারিয়ে যাওয়া ৩৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল দক্ষিণ জেলা পুলিশ। সিইআইআর পোর্টালের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা।

বুধবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ জেলা পুলিশ কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি মালিকদের হাতে তুলে দেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ চন্দ্রশেখর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে চুরি কিংবা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, বর্তমানে মোবাইল ফোন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এর সঙ্গে ব্যক্তিগত ও গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্যও যুক্ত থাকে। ফলে মোবাইল হারিয়ে যাওয়ায় দৈনন্দিন কাজকর্মে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁদের। মোবাইলগুলি উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়ায় আরক্ষা বিভাগ এবং জেলা পুলিশকে ধন্যবাদ জানান তাঁরা।

অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার সাধারণ মানুষের উদ্দেশে আবেদন জানান, কারও মোবাইল ফোন হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে বিষয়টি গোপন না রেখে দ্রুত নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, দ্রুত বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে মোবাইল উদ্ধারে পুলিশ সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবে। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে চুরি ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে দক্ষিণ জেলা পুলিশের এই উদ্যোগে স্বস্তি ফিরেছে বহু মানুষের জীবনে। পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হয়ে দ্রুত থানায় অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিতে আমাদের সকলকে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্য এখন বিভিন্ন সেক্টরে ফ্রন্টরানার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ রাজ্য আজ বিভিন্ন বিভাগে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। জি এস ডি পি এবং মাথাপিছু গড় আয়ে ত্রিপুরা আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এ রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিতে আমাদের সকলকে আরও সক্রিয় ভাবে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ হকার্স কর্ণার প্রাঙ্গনে আয়োজিত ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ও রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরা হকার্স কর্ণার ইউনিয়নের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ত্রিপুরা হকার্স কর্ণারের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। হকার্স কর্নারের সাথে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক। বহু দূর দূরান্তের ক্রেতা, বিক্রেতা অনেক আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে এই বাজারে আসেন। এখানে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দতা বজায় রয়েছে। এই হকার্স কর্ণারকে আরও কিভাবে সুন্দর করা যায় সে বিষয়ে আগরতলা পুর নিগমকে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, হকার্স কর্ণারের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে ব্যবসায়ীদের আরও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার মানব বান্ধব সরকার। এই সরকার জাতি, জনজাতি সকলের সরকার। রাজ্য সরকার চায় মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দতা ও ঐক্য বজায় রাখতে। আমরা চাই ব্যবসা বাণিজ্য সহ সব জায়গায় শান্তি বজায় থাকুক। কিন্তু অনেকে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা এখন আগের জায়গায় নেই। অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আজ রাজ্যের সুস্বাদু মধু, আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতি বহিঃরাজ্যে ও বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। এবছর ত্রিপুরা ডেস্টিনেশন বিজনেস কনক্লেভে প্রায় ১২০০ জন ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোগী অংশ নেন। কনক্লেভে রাজ্য, দেশীয় ও বিদেশী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাথে রাজ্য সরকারের ১ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত মোট ২১ হাজার সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে। অডিটসোর্সিং-এ সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে ৫০০০ জনকে। এবছর ১৫০০ কোটি টাকার উপর পরিকাঠামো নির্মাণ সহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। আগরতলায় এখন স্বল্প সময়ের মধ্যে বর্ষার জমা জল পাম্পের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয়। তিনি বলেন, আমাদের দেশে ৬৫ শতাংশ যুবশক্তি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছেন। অপারেশন সিন্দুর, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, জ্বালানীর সংকট প্রতিহত করা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। আমাদের রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর প্রদার্শিত পথে এগিয়ে চলেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন ও রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের নব নির্বাচিত সভাপতি সুজিত রায়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত, টিআরটিসির বোর্ড অব ডিরেক্টর শ্যামল কুমার দেব, ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কাজল লোধ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়ন নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার সুপ্রভাত দেবনাথ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। শিবিরে ৫১ জন ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

আগরতলা শহরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশের ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ বাইক র‍্যালি

আগরতলা, ১২ আগস্ট: দেশজুড়ে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিকে সামনে রেখে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশের উদ্যোগে আগরতলা শহরে আয়োজিত হল বর্ণাঢ্য বাইক র‍্যালি। জাতীয় ঐক্য ও দেশপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসেবার প্রতি পুলিশের অঙ্গীকার তুলে ধরতেই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক র‍্যালির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি, রুরাল ওয়েস্ট, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীন বিভিন্ন মহকুমার এসডিপিও এবং থানার ওসিরা। র‍্যালিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে তাঁরা ‘হর ঘর তিরঙ্গা’র বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেন।

জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও গর্ব প্রকাশের পাশাপাশি র‍্যালির মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেমের চেতনা আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে দেশের প্রতি গর্ব ও একাত্মতার অনুভূতি আরও দৃঢ় করা। এই বার্তাকে সামনে রেখেই পুলিশের আধিকারিক ও কর্মীরা র‍্যালিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগে জাতীয় ঐক্য, আইনশৃঙ্খলা এবং জনসেবার প্রতি পুলিশের প্রতিশ্রুতির বার্তাও তুলে ধরা হয়।

আগামীকাল কৈলাসহরে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ আগস্ট: ঊনকোটি জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান আগামীকাল (১৩ আগস্ট) কৈলাসহরের ডলুগাঁও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীতারাম ইয়েচুরির জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সিপিআইএমের

আগরতলা, ১২ আগস্ট: প্রয়াত সিপিআইএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির জন্মদিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর্মসূচির আয়োজন করল সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। আগরতলার মেলার মাঠে দলের সদর দপ্তরে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন সীতারাম ইয়েচুরির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান দলের রাজ্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শংকর প্রসাদ দত্ত, নারায়ণ কর, কৃষ্ণ রক্ষিতসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সীতারাম ইয়েচুরির রাজনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় তাঁর ভূমিকা এবং দলের প্রতি তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন উপস্থিত নেতৃত্ব। তাঁর দেখানো আদর্শ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ অনুসরণ করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বানও জানানো হয়।

দুর্ঘটনায় আহত বৃদ্ধ

আগরতলা, ১২ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা ধনপুর বিধানসভার তেল কাজলা ও বানিয়াছড়া এলাকার সংযোগকারী ঐতিহ্যবাহী তেল কাজলা ঝুলন্ত সেতুতে ফের দুর্ঘটনা। বুধবার সেতু দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সেতুর ফাঁকে পা আটকে গুরুতরভাবে আহত হন আব্দুল বারেক নামে প্রায় ৬০ বছরের এক বৃদ্ধ।

জানা গেছে, সেতুটির দীর্ঘদিনের বেহাল দশা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেতুটি দ্রুত সংস্কারের দাবিও জানানো হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্তাদের কাছে বারবার বিষয়টি জানানো হলেও সেতুটির সংস্কারে কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এদিন সেতু দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই ফাঁকে পা গলিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন আব্দুল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার বাতিল ও অতিরিক্ত চার্জ প্রত্যাহারের দাবি কংগ্রেসের

আগরতলা, ১২ আগস্ট: স্মার্ট মিটার বাতিল, অতিরিক্ত চার্জ প্রত্যাহার এবং অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তসহ একাধিক দাবি তুলল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের বিদ্যুৎ নীতি নিয়ে সরব হন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকারের আমলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের নামে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, স্মার্ট মিটার স্থাপনের পর বহু গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের অবস্থান ও এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, “বিজেপির আমলে মিথ্যার চাষ হচ্ছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথকে মিথ্যা প্রচারের জন্য স্বর্ণপদক-পুরস্কার দেওয়া দরকার।” তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতেও অতীতে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন প্রযুক্তি, এমনকি স্মার্ট মিটার ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে প্রযুক্তির ব্যবহার তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তা সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী করার উদ্দেশ্যে করা হয়।

প্রবীর চক্রবর্তীর অভিযোগ, স্মার্ট মিটারের বিভিন্ন সুবিধার কথা তুলে ধরা হলেও, এর ফলে সাধারণ গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বাস্তবে কতটা কমেছে বা বেড়েছে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে না। বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে স্মার্ট মিটারের সুবিধা প্রচার করা হলেও, গ্রাহকদের অভিযোগের যথাযথ সমাধান হচ্ছে না বলেও দাবি করেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ পরিবারের কাছে বিদ্যুৎ একটি অত্যাবশ্যক পরিষেবা। অথচ একই ধরনের বিদ্যুৎ ব্যবহার সত্ত্বেও স্মার্ট মিটার বসানোর পর অনেক ক্ষেত্রে বিল কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে। কোথাও আগের মাসে কয়েক হাজার টাকা বিল আসার পর পরের মাসে তার তুলনায় বহুগুণ বেশি বিল এসেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

তিন সদস্যের একটি পরিবারের উদাহরণ তুলে ধরে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, বাড়িতে এসি বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র থাকলেও যদি বিদ্যুৎ ব্যবহারের ধরন একই থাকে, তাহলে হঠাৎ করে বিল কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি অবশ্যই তদন্ত করা প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা মিটার রিডিংয়ের সমস্যার কারণে অস্বাভাবিক বিল হয়ে থাকলে তার দায় কে নেবে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

নিজের বাড়ির বিদ্যুৎ বিলের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র। তিনি জানান, এক মাসে অস্বাভাবিক পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল আসার বিষয়টি তিনি নিজেই যাচাই করে দেখছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বিষয়টির বাস্তবতা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন বলে জানান তিনি।

তবে প্রযুক্তির বিরোধিতা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয় বলেও স্পষ্ট করেন প্রবীর চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করবে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনবে এবং সাধারণ গ্রাহকদের সুবিধা দেবেএটাই প্রত্যাশা। কিন্তু প্রযুক্তির নামে যদি সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই প্রযুক্তির ব্যবহার ও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিড ব্যবহারে সর্বভারতীয় সেরার শিরোপা ত্রিপুরা পুলিশের

আগরতলা, ১২ আগস্ট: প্রযুক্তিনির্ভর ও গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক পুলিশিংয়ে বড় সাফল্য অর্জন করল ত্রিপুরা পুলিশ। ২০২৬ সালের জুন মাসে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিড সলিউশনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। এই জাতীয় স্বীকৃতি রাজ্যে প্রযুক্তিনির্ভর পুলিশিংয়ের উপর ত্রিপুরা পুলিশের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিড-এর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধ শনাক্তকরণ এবং তদন্তের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে রাজ্য পুলিশ।

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিড-এর মাধ্যমে অনুমোদিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি বিভিন্ন ডেটাবেস থেকে সংগৃহীত তথ্য নিরাপদভাবে ব্যবহার ও বিশ্লেষণের সুযোগ পায়। তদন্তকারীদের প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপরাধ শনাক্ত ও প্রতিরোধে এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জুন মাসের ব্যবহারের পরিসংখ্যানে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা পুলিশের শীর্ষস্থান অর্জন বাহিনীর আধিকারিক ও কর্মীদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, কার্যকর নেতৃত্ব এবং নজরদারির প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশিং ও তদন্তের কাজে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিড-এর সুবিধাকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা পুলিশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

এই সাফল্য রাজ্য পুলিশের পেশাদারিত্ব, প্রযুক্তিনির্ভর কর্মপদ্ধতি এবং গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক পুলিশিংয়ের প্রতি অঙ্গীকারকে আরও স্পষ্ট করেছে। ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিড ব্যবহারে জাতীয় স্তরে প্রথম স্থান অর্জন ত্রিপুরা পুলিশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আগামী দিনেও ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিড-সহ বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার আরও সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে ত্রিপুরা পুলিশ। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, অপরাধ শনাক্তকরণ, তদন্ত ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করাই পুলিশের মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas